একাদশ অধ্যায়

পরিবহণ ও যোগাযোগ

দেশের সার্বিক উন্নয়নে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি অত্যাবশ্যকীয় ভৌত অবকাঠামো হিসেবে বিবেচিত। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহণ এবং তথ্য ও অন্যান্য যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সাথে বাংলাদেশকে সংযুক্ত করার উপযোগী উন্নত এবং সুসমন্বিত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা একান্ত জরুরি। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপিতে 'পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ' খাত এর অবদান ১১.১২ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ৬.৩৩ শতাংশ। পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে বিভিন্ন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত দেশে বিভিন্ন শ্রেণির মোট প্রায় ২১,৩০২ কিলোমিটার সড়ক আছে। সড়ক পথের উন্নয়ন প্রকল্পের পাশাপাশি সেতু বিভাগের পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েসহ কয়েকটি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ এবং সুলভে মালামাল পরিবহণের নির্ভরশীল মাধ্যম হিসেবে রেলের ভূমিকা অব্যাহত রাখার জন্য উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ রেলওয়ে ২০০৯-১৭ সাল পর্যন্ত ৯,০২২.৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫১টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। নৌপথের নাব্যতা সংরক্ষণ ও নৌপথ উদ্ধার, নিরাপদ নৌযান চলাচল নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌবন্দরসমূহের উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ নৌপথে কন্টেইনার পণ্য পরিবহণের অবকাঠামো সৃষ্টি ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সমুদ্রপথে দেশের প্রায় ৯২ শতাংশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। চট্টগ্রাম বন্দরের কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ের প্রবৃদ্ধির হার ১৪ শতাংশ। জাতীয় পতাকাবাহী প্রতিষ্ঠান বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড বর্তমানে ৭টি অভ্যন্তরীণ ও ১৫টি আন্তর্জাতিক গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে (ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত) বাংলাদেশ বিমান মোট ২৩,৫১,০০০ জন যাত্রী এবং ৩৩,৫৪২ টন কার্গো পরিবহণ করেছে। দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং এর মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত দেশের মোট মোবাইল ফোন গ্রাহক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৪.৭০ কোটিতে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট *(SDG) ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ১২ মে ২০১৮ তারিখে মহাকাশে 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। সমাজের সকল স্তরে ডিজিটাল লিটারেসি বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ, তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে জনগণের সেবা নিশ্চিতকরণ এবং ই-গভর্নেন্স ও ই-কমার্স প্রবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক ও উন্নত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।*

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আধুনিক পরিবহণ ও যোগাযোগ অবকাঠামো অপরিহার্য। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাবে জিডিপিতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে 'পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ' খাত এর অবদান ১১.১২ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ৬.৩৩ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ও প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ১১.২৬ শতাংশ ও ৬.৭৬ শতাংশ। বর্তমান বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহণ নেটওয়ার্কের সাথে বাংলাদেশের যুক্ত থাকার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ জন্য একটি উপযোগী, উন্নত এবং সুসমন্বিত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতের উন্নয়ন অব্যাহত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রেক্ষিতে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং Sustainable Development Goals (SDG) 2030 এর লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক তৎপরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করছে।

ক. সড়ক যোগাযোগ

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ)

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ব্যবস্থাধীনে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণির মোট প্রায় ২১,৩০২ কিলোমিটার সড়ক আছে। উক্ত সড়ক নেটওয়ার্কের মধ্যে ৩,৮১৩ কিলোমিটার (১৮ শতাংশ) জাতীয় মহাসড়ক, ৪,২৪৭ কিলোমিটার (২০ শতাংশ) আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং ১৩,২৪২ কিলোমিটার (৬২ শতাংশ) জেলা সড়ক রয়েছে। এছাড়া, সওজ নিয়ন্ত্রনাধীন সড়ক নেটওয়ার্কে বিভিন্ন প্রকারের ৪,৪০৪ টি সেতু এবং ১৪,৮১৪টি কালভার্ট রয়েছে। সড়ক ও জনপথ

অধিদপ্তর এর আওতায় বর্তমানে চালু ৩৯টি ফেরীঘাট, ৯৬টি বিভিন্ন ধরনের ফেরী ও ১২৯টি পন্টুন এর মাধ্যমে ফেরী সার্ভিস প্রদান করা হয়। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শ্রেণির সড়ক পথের বিবরণ সারণি ১১.১ -এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১১.১: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শ্রেণির সড়ক পথের বিবরণ

(কিলোমিটার)

বছর	জাতীয় মহাসড়ক	আঞ্চলিক মহাসড়ক	ফিডার/জেলা সড়ক	মোট
২০১০	৩৪৭৮	৪২২২	১৩২৪৮	২০৯৪৮
২০১১	৩৪৯২	৪২৬৮	১৩২৮০	২১০৪০
২০১২	৩৫৩৮	৪২৭৬	১৩৪৫৮	২১২৭২
২০১৩	৩৫৩৮	৪২৭৮	১৩৬৩৮	২১৪৫৪
২০১৪	৩৫৩৮	৪২৭৮	১৩৬৩৮	২১৪৫৪
২০১৫	৩৫৪৪	৪২৭৮	১৩৬৫৯	২১৪৮১
২০১৬	৩৮১৩	৪২৪৭	১৩২৪২	২১৩০২
২০১৭	৩৮১৩	৪২৪৭	১৩২৪২	২১৩০২
২০১৮*	৩৮১৩	৪২৪৭	১৩২৪২	২১৩০২

উৎসঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, *ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত।

আধুনিক পরিবহণ ও যোগাযোগ অবকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)তে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীনে মোট ১২৫টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখিত প্রকল্পের মধ্যে ১২২টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও ৩টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত বরাদ্দ অনুযায়ী ১২৫টি উন্নয়ন প্রকল্পে সর্বমোট অর্থায়নের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩,০৭০.৯৪ কোটি টাকা। তন্মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন হচ্ছে ৮,৩৩০.৬১ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ৪,৭৪০.৩৩ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য মোট বরাদ্দের বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত অর্জিত সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি ৪১.৮০ শতাংশ।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতের আওতায় সাসেক (SASEC- South Asia Subregional Economic Cooperation) সড়ক সংযোগ প্রকল্প (জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাংগাইল-এলেঙ্গা), সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২ (এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর) এবং পদ্মা লিংক মহাসড়ক (যাত্রাবাড়ী-মাওয়া ও পাঁচ্চর-ভাঙ্গা সড়কাংশ) ৪ অথবা তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের কাজের যথাক্রমে ৬৬ শতাংশ, ২০ শতাংশ এবং ৬০ শতাংশ পর্যন্ত অগ্রগতি নিশ্চিতকরণ, ৬৪৮ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্তকরণ, ১৩৮ কিলোমিটার পুনঃনির্মাণ, ৫৮৫ কিলোমিটার মজবুতিকরণ ও ২,১৫৪ কিলোমিটার মহাসড়ক সার্ফেসিংকরণের কাজের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উপরন্তু, সওজ সড়ক নেটওয়ার্কে ২,৯৪৮ মিটার সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ ও ২,০০৮ মিটার সেতু ও কালভার্ট সংস্কার/ পুনঃনির্মাণ করা হবে। এছাড়াও ২য় কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী সেতু, পায়রা সেতু, ভূলতা ফ্লাইওভারসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের কাজের যথাযথ বাস্তবায়ন এবং BRT (Bus Rapid Transit) প্রকল্পের ৩৫ শতাংশ বাস্তব অগ্রগতি নিশ্চিত করণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

পরিবহণ সেক্টরে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় পিপিপি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য মোট ৬ টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। তালিকাভূক্ত প্রকল্প গুলোর মধ্যে নিম্নোক্ত ৩ টি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে-

- জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভূলতা-মদনপুর (ঢাকা বাইপাস) মহাসড়ক (এন-১০৫) পিপিপি প্রকল্প:

  ৪৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-বাইপাস সড়কটি বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সাথে চট্টগ্রাম বন্দরের সংযোগ স্থাপন করেছে। ঢাকা-বাইপাস সড়কটি সাউথ এশিয়া সাবরিজিওনাল ইকনোমিক কো-অপারেশন করিডোর (সাসেক) এর অংশ যার মাধ্যমে নেপাল এবং ভূটানের সাথে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দরের যোগাযোগ স্থাপিত হবে। এছাড়া সড়কটি এশিয়ান হাইওয়ে-৪১ নেটয়ার্কের অংশ।

- ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ প্রকল্প :

প্রস্তাবিত ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ের দৈর্ঘ্য ২১৭.৫ কিলোমিটার। ২টি ইমার্জেন্সি লেনসহ উক্ত এক্সপ্রেসওয়েতে প্রাথমিক পর্যায়ে ৪-লেনের সংস্থান রয়েছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের সম্ভাব্য সময়কাল ধরা হয়েছে ২০১৮ সাল হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত।

- হাতিরঝিল-রামপুরা-বনশ্রী আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ-শেখের জায়গা-আমুলিয়া-ডেমরা মহাসড়ক (চিটাগাং রোড মোড় এবং তারাবো লিংক মহাসড়কসহ): ১৩ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এই সড়কটি নির্মিত হলে ঢাকা শহরের রামপুরা, গুলশান, বাড্ডা, উত্তরা থেকে খুব সহজে ঢাকা-চট্রগ্রাম হাইওয়ে, ঢাকা-সিলেট হাইওয়েতে যাওয়া সম্ভব হবে এবং ঢাকার সাথে নারায়ণগঞ্জের নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা হবে। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকল্পের বিনিয়োগকারী নির্বাচন করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

নতুন নীতিমালা অনুমোদন ও বাস্তবায়নঃ

The Motor Vehicle Ordinance 1983 এর স্থলে আধুনিক ও যুগোপযোগী সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৭ এর খসড়া ২৭ মার্চ ২০১৭ তারিখে মন্ত্রিসভা কর্তৃক নীতিগত অনুমোদন লাভ করে। চূড়ান্ত ভেটিং এর জন্য আইনটি লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ফেরী ও পন্টুন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ফেরী ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৭ প্রণয়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ইতঃপূর্বে সড়কের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সময়োচিত ও অব্যাহত অর্থ যোগান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন ২০১৩ অনুমোদিত হয়। সাম্প্রতিক অন্যান্য আইনের মধ্যে 'বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (BRT) আইন, ২০১৬' উল্লেখযোগ্য ।

সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রমঃ

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সড়কে চলাচলকারী যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে জাতীয় মহাসড়কে Accident Black Spot চিহ্নিত করতঃ ত্রুটিমুক্ত সড়ক ডিজাইন বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সড়ক নেটওয়ার্কের যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ এবং সড়ক এলাইনমেন্ট সরলীকরণের ফলে ইতোমধ্যে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য, জাতীয় মহাসড়কের চিহ্নিত দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থানে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ১৬৮.০৫ কোটি টাকা ব্যয়ে 'ইমপ্রুভমেন্ট অফ রোড সেফটি এট ব্ল্যাক স্পটস অন ন্যাশনাল হাইওয়েজ' শীর্ষক প্রকল্প সম্প্রতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় মহাসড়কের ১২১টি Black Spot উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ ট্রাফিক যাত্রা স্থানে (Place of traffic origin) ওজন পরিমাপক সেতু স্থাপনের (Installation of weigh bridge) মাধ্যমে ওভারলোড নিয়ন্ত্রণের জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন 'গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে পণ্য পরিবহনের উৎসমুখে এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন' এবং দুর্ঘটনার পরিমাণ কাঙ্খিত পর্যায়ে কমিয়ে আনার জন্য 'জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে প্রয়োজনীয় সাইন ও রোড মার্কিং স্থাপন এবং চিহ্নিত ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসহ মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ করিডোর উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প দুটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

দেশের পল্লী অঞ্চলের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে এলজিইডি কর্তৃক পল্লী অবকাঠামোসহ অন্যান্য কার্যক্রম সফল বাস্তবায়নের জন্য ২০০৫-২৫ সাল মেয়াদে একটি দীর্ঘমেয়াদি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তদানুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এলজিইডি তার সূচনালগ্ন হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত প্রায় ১,১১,৯৫০ কিঃমিঃ (উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ) সড়ক নির্মাণ/পুননির্মাণ/পুনর্বাসনসহ উক্ত সড়কে ১৩,৫৪,৬৮৯ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুননির্মাণ/পুনর্বাসন করেছে। এছাড়াও ২,০৮১টি গ্রোথ-সেন্টার, ২,০৮৭টি গ্রামীণ হাট বাজার উন্নয়ন, ২৫,১২৭ কিঃমিঃ সড়কে বৃক্ষরোপণ, ৩,১৮২টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত এলজিইডি কর্তৃক পরিবহণ অবকাঠামো উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ সারণি ১১.২ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.২: এলজিইডি'র অধীনে পরিবহণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন

কার্যক্রম	অর্থবছর										২০১৭-১৮ অর্থবছর ফেব্রুয়ারি'১৮) পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত
	জুন ২০০৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত	২০০৯ -১০	২০১০ -১১	২০১১ -১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮ (ফেব্রু'১৮)	
মাটির রাস্তা নির্মাণ/ পুণনির্মাণ/ পুণর্বাসন(কিঃমিঃ)	৬৪৬৯১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬৪৬৯১
পাকা রাস্তা নির্মাণ/ পুণনির্মাণ/ পুণর্বাসন (কিঃমিঃ)	৬৫১৭৭	৪০২৩	৪৬১৪	৪৯০৫	৬৬৩৯	৬৫৪৯	৫৯৯০	৪৮১৩	৫২০০	৪০৪০	১,১১,৯৫০
ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ (মিঃ)	১১০৩৮০৩	২৯৩৬৩	৩৮৫০২	২৬৪১৫	২৭০৫৭	৩২৭০৭	২৪৪৫৫	২৮৫০০	২৯০০০	১৪৮৮৭	১৩,৫৪,৬৮৯

উৎসঃ এলজিইডি। * ফেব্রুয়ারি ২০১৮।

এলজিইডি'র ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৫০৭টি উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ২,৭৮,৮৫০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, পানি সংরক্ষণ, সেচ এলাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বছরব্যাপী প্রবাহমান ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে ২৫টি রাবার ড্যাম তৈরি করে নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগ এবং পরিবেশবান্ধব সেচ সুবিধা বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এছাড়া, অধিদপ্তরের আওতায় জেলা উপজেলা পর্যায়ে পৌরসভাসহ নগর অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ২৪টি প্রকল্প চলমান আছে। ঢাকা শহরের যানজট নিরসনের লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীতে ফ্লাইওভার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প [মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ] এর আওতায় ১,২১৮.৮৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮.৭০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ফ্লাইওভারটির কাজ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে এবং যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ)

১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটির (বিআরটিএ) সৃষ্টি হয়। তখন থেকে সড়ক পরিবহণ সেক্টরের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধান ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এ প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে বিআরটিএ ৫৭টি জেলা সার্কেল ও ৫টি মেট্রো সার্কেল অফিস এর মাধ্যমে এসব কাজ করছে। মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন ও ফিটনেস প্রদান এবং রুট পারমিট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু এ প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ। বিআরটিএ পরিবহণ সেক্টরের সার্বিক উন্নয়নে ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায়ও গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করছে। গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি, পরিবেশ দূষণরোধ এবং যানজট নিরসনে বিআরটিএ'র সাম্প্রতিক সময়ে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ নিম্নে দেয়া হলোঃ

- National Road Safety Action Plan,২০১৭-২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫২,৬৭০ জন পেশাজীবী গাড়ি চালককে এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ৫৪,১৬৪ জন পেশাজীবী গাড়ি চালককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মোট ৩,৪১,৭২৮ সেট নাম্বার প্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ তৈরি করা হয়েছে এবং ২,৮০,০৫১ সেট গাড়িতে সংযোজন করা হয়েছে।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ২,৯১,১৬৯ স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়েছে।
- ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন ও ফিটনেস সার্টিফিকেট চালু করা হয়েছে।
- অন-লাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মোটরযানের কর ও ফি আদায় কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
- ট্যাক্সি ক্যাব সার্ভিস এর দৈন্যদশা দূর করে 'ট্যাক্সি-ক্যাব সার্ভিস গাইড লাইন-২০১৪' এর আলোকে আধুনিক, যুগোপযোগী ও পরিবেশবান্ধব ট্যাক্সি-ক্যাব সার্ভিস চালু করা হয়েছে।
- বিআরটিএ'র বিভিন্ন ডিজিটাল সার্ভিস (অনলাইন ব্যাংকিং, ডিজিটাল ড্রাইভিং লাইসেন্স, ডিজিটাল

রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, বিআরটিএ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ইত্যাদি) এর ডাটাসমূহ আন্তর্জাতিক মানের কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টারে (ব্যাক-আপসহ) নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখার নিমিত্ত কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

- বিআরটিএ'র ইনফরমেশন সিস্টেমের মাধ্যমে মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন প্রদান, ট্যাক্স টোকেন, ফিটনেস সার্টিফিকেট, রুট পারমিট ইত্যাদি ইস্যু/নবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিআরটিএ'র ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ১,৭৭২ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১,৪৭০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে- যার শতকরা হার ৮৩ শতাংশ। ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ে বিআরটিএ'র লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত আদায় সারণি ১১.৩-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.৩: বিআরটিএ'র রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও আদায়

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	আদায়	আদায়ের শতকরা হার (%)
২০০৯-১০	৬৬০.০০	৬৪২.৫০	৯৭.৩৫
২০১০-১১	৮৭০.০০	৬৮৫.২৪	৭৮.৭৬
২০১১-১২	৯০৩.৫৮	৬৪২.৩৭	৭১.০৯
২০১২-১৩	১১০১.২৪	৭৬৯.৮৬	৬৯.৯১
২০১৩-১৪	১১৫৬.৫৯	৯৫২.২৪	৮২.৩৩
২০১৪-১৫	১২৪৯.২৩	১০৬২.২৯	৮৫.০৪
২০১৫-১৬	১৩৫৪.০১	১৬১৯.০১৭	১১৯.৫৭
২০১৬-১৭	১৭৭১.৮৩	১৪৭০.১৮	৮৩.০০
২০১৭-১৮*	১৮০৫.৫১	১০৫৫.৩৩	৫৮.৪৫

উৎসঃ বিআরটিএ। * ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন (বিআরটিসি)

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন পরিবহণ খাতের মান ও ভাড়া নিয়ন্ত্রণ এবং তুলনামুলকভাবে উন্নত ও মানসম্মত পরিবহণ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশে সাশ্রয়ী মূল্যে দ্রুত, দক্ষ, আরামপ্রদ, আধুনিক ও নিরাপদ সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকে। বর্তমানে বিআরটিসি'র যানবহরে মোট ১,৪৩০টি বাস ও ১১৯টি ট্রাক রয়েছে এবং মোট ২০টি বাস ডিপো ও ২টি ট্রাক ডিপো রয়েছে।

বিআরটিসি'র উল্লেযোগ্য কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি:

- বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিআরটিসি'র বাস বহর হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৪৪টি বাস ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। (তন্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪টি বাস ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪টি বাস স্বল্প ভাড়ায় পরিচালিত হচ্ছে)।

- বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী পরিবহণের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্টাফদের যাতায়াতের সুবিধার্থে মোট ৩৯টি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ২৬৮টি স্টাফ বাস পরিচালিত হচ্ছে। পাশাপাশি, কোমলমতি শিশুদের যাতায়াতের সুবিধা নিশ্চিতকল্পে মিরপুর-আজিমপুর রুটে ২টি ও শেওড়া-এমইএস (নেভাল হেড কোয়ার্টার) রুটে ১টি সহ মোট ৩টি স্কুল বাস নিয়মিত চলাচল করছে।

- বর্তমানে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য ঢাকা শহরে ১৫টি ও চট্টগ্রাম শহরে ২টি মোট ১৭টি বাস ১৪টি রুটে পরিচালিত হচ্ছে।

- খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিআরটিসি'র বাসে বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিটি বাসের ১৫টি আসন আলাদাভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং বিআরিটিসি'র বাস ধুমপান মুক্ত করা হয়েছে।

- ঢাকা -কোলকাতা-ঢাকা, ঢাকা - আগরতলা -ঢাকা, আগরতলা-ঢাকা-কোলকাতা-আগরতলা, ঢাকা-সিলেট-শিলং-গোহাটি-ঢাকা এবং ঢাকা-খুলনা-কোলকাতা-ঢাকা রুটে বিআরটিসি'র আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস চালু রয়েছে।

- আব্দুল্লাহপুর-মতিঝিল রুটের বাসে Rapid Pass (Rapid Ticketing Card) প্রবর্তন এবং নবীনগর-গাবতলী রুটের বাসে যাত্রী সেবায় মোবাইল অ্যাপ '**কতদূর**' চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বাসের অবস্থান/গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা যাবে। তাছাড়া বিআরটিসি'র সকল বাস/ট্রাকে Vehicle Tracking System চালুর পরিকল্পনাও রয়েছে।

- Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পের আওতায় বিআরটিসি কর্তৃক ৩৬,০০০ জনকে ড্রাইভিং ও গাড়ি রক্ষনাবেক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণ (সফলদের ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানসহ) প্রদান করা হচ্ছে।

- ভারতীয় লাইন অব ক্রেডিট (LoC)-এর আওতায় 'বিআরটিসি'র জন্য দ্বিতল, একতলা এসি ও নন-এসি

বাস সংগ্রহ' এবং 'বিআরটিসি'র জন্য ট্রাক সংগ্রহ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩০০টি দ্বিতল, ২০০টি একতলা এসি ও ১০০টি একতলা নন-এসি এবং ৫০০টি ট্রাক সংগ্রহের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।

সারণি ১১.৪-এ ২০০৯-১০ হতে ২০১৭-১৮ (ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত) অর্থবছরে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশনের রাজস্ব আয়-ব্যয়ের বিবরণ দেয়া হলোঃ

সারণি ১১.৪: বিআরটিসি'র রাজস্ব আয়-ব্যয়

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	পরিচালন ব্যয়	পরিচালন উদ্বৃত্ত
২০০৯-১০	৯৮.৮১	৯১.৩১	৭.৫০
২০১০-১১	১১৫.১১	১০৯.৮৪	৫.২৭
২০১১-১২	১৭৩.৬০	১৭১.৯০	১.৭০
২০১২-১৩	২০১.৭০	১৯৮.৪৮	৩.২২
২০১৩-১৪	২৪৩.১১	২৩৩.৫৩	৯.৫৮
২০১৪-১৫	২৩৪.০৭	২৩০.৫১	৩.৫৬
২০১৫-১৬	২৬৬.৩৬	২৫৮.৩১	৮.০৫
২০১৬-১৭	২৬২.৫৫	২৬৭.৬০	-৫.০৫
২০১৭-১৮*	১৭০.২৪	১৭০.৭১	-০.৪৭

উৎসঃ বিআরটিসি। *ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত।

ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)

ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে সমন্বিত করার লক্ষ্যে ২ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর ও নরসিংদী জেলা এর আওতাধীন। বর্তমানে ডিটিসিএ'র আওতাভুক্ত এলাকার আয়তন ৭,৪০০ বর্গকিলোমিটার। ডিটিসিএ কার্যত এর আওতাভুক্ত এলাকার পরিবহণ সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, অনুমোদন, সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করে।

ডিটিসিএ'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সমূহের অগ্রগতি

পরিবহণ ব্যবস্থার সমন্বয়ঃ ডিটিসিএ এর ৩১ সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। বৃহত্তর ঢাকায় বহু মাধ্যমভিত্তিক পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিচালনা পরিষদ নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

Strategic Transport Plan (STP): ২০০৫ সালে ২০ বছর মেয়াদি Strategic Transport Plan (STP) প্রণয়ন করা হয়। ডিটিসিএ এর অধিক্ষেত্র বৃদ্ধি, দ্রুত নগরায়ন, নাগরিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ইত্যাদি কারণে STP সংশোধন করা হয়। গত ২৯ আগস্ট ২০১৬ তারিখে সংশোধিত STP মন্ত্রিপরিষদ সভায় অনুমোদিত হয়।

Clearing House: SMART Card ব্যবহার করে বিভিন্ন পরিবহণ মাধ্যম যেমন- মেট্রোরেল, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিআরটিসির বাস, বিআইডব্লিউটিসি'র নৌযান ও চুক্তিবদ্ধ বেসরকারি বাসে স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতায়াতের লক্ষ্যে e-Clearing House প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম মে ২০১৪ থেকে শুরু হয়েছে। স্মার্ট কার্ডের নাম Rapid Pass নির্ধারণ করা হয়েছে। ক্লিয়ারিং হাউজের জন্য Dutch Bangla Bank Limited এর সাথে গত ২৫ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রথমে ৫,০০০ কার্ড এবং পরবর্তীতে আরো ৬০,০০০ কার্ড সংগ্রহ করা হয়েছে। আবদুল্লাহপুর-মতিঝিল, গাবতলি-নবীনগর রুটে বিআরটিসি বাসে এবং উত্তরা-মতিঝিল ও গুলশান সার্কুলার রুটে র‍্যাপিড পাস চালু করা হয়েছে।

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (MRT) Line-6: ঢাকা মহানগরীর পার্শ্ববর্তী এলাকার ক্রমবর্ধমান পরিধি ও জনসংখ্যা বিবেচনায় একটি সমন্বিত ও আধুনিক পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রণীত Strategic Transport Plan এর সুপারিশের আলোকে উত্তরা ৩য় পর্ব হতে মতিঝিল পর্যন্ত ২০ কি.মি. দীর্ঘ মেট্রোরেল নির্মাণের জন্য ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট (MRT Line-6) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এটি একটি Fast Track ভুক্ত প্রকল্প। প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত। প্রকল্পটি নির্মাণ শেষে শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTC) মেট্রোরেল পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে। প্রকল্পটি Early Commissioning এর জন্য ডিসেম্বর ২০১৯ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সে মোতাবেক ২০১৯ সনের মধ্যে উত্তরা ৩য় পর্ব হতে আগারগাঁও পর্যন্ত এবং ২০২০ সনের মধ্যে মতিঝিল পর্যন্ত চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৪ মিনিট পর পর মেট্রোরেল চলবে এবং উভয় দিকে ৬০,০০০ যাত্রী চলাচল করবে। ৬টি কার যুক্ত প্রতিটি বৈদ্যুতিক ট্রেন ১,৯০০ যাত্রী পরিবহণ করতে পারবে এবং ৩৭ মিনিটে উত্তরা হতে মতিঝিলে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে যাতায়াত করতে পারবে। সম্পূর্ণ প্রকল্পকে ৮টি Package- এ ভাগ করে বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করা হবে।

Bus Rapid Transit (BRT) Line-3: ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনে এবং যাত্রীসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্যে চলাচলের কথা বিবেচনা করে কৌশলগত পরিবহণ

পরিকল্পনা Strategic Transport Plan (STP) এর সুপারিশের আলোকে ২২ কিলোমিটার দীর্ঘ BRT Line-3 নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে । ঢাকাস্থ হযরত শাহজালাল (রঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে কেরানীগঞ্জের ঝিলমিল পর্যন্ত বিস্তৃত এ গণপরিবহণে উভয় দিকে প্রতিঘন্টায় ৩০,০০০ হাজার যাত্রী পরিবহণ করা যাবে। এর প্রস্তাবিত স্টেশনের সংখ্যা ১৬টি। BRT Line-3 এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন গাজীপুর হতে হযরত শাহজালাল (রঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত BRT রুটের আন্তঃসংযোগের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এতে নিরবচ্ছিন্নভাবে গাজীপুর হতে ঝিলমিল পর্যন্ত BRT System ব্যবহার করে যাতায়াত করা যাবে।

BRT Line-3 দক্ষিণাংশ বৈদেশিক সহায়তায় বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। বাস্তবতার ভিত্তিতে প্রকল্পটি তিনটি Phase এ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

Traffic Management: ঢাকা মহানগরীর ৪টি ইন্টার সেকশনের যানজট নিরসনে Dhaka Integrated Traffic Management কারিগরি প্রকল্পের আওতায় গুলিস্তান, পল্টন, গুলশান-১ ও মহাখালী ইন্টার সেকশন উন্নয়ন কাজ শুরু হয়েছে।

MRT-1 and MRT-5: Underground Metro Rail এর সুবিধা সম্বলিত MRT Line-1 রুট: এয়ারপোর্ট-খিলক্ষেত-মৌচাক-মালিবাগ-কুড়িল-গুলশান-বাড্ডা-রামপুরা -রাজারবাগ-কমলাপুর-পুর্বাচল এবং MRT Line-5 রুট: হেমায়েতপুর-গাবতলী টেকনিক্যাল -কচুক্ষেত -বনানী - ভাটারা পর্যন্ত নির্মাণের লক্ষ্যে প্রাক সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন হয়েছে এবং সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে।

সেতু বিভাগ

সেতু বিভাগ ১,৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও টানেল নির্মাণ এবং টোল সড়ক, ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে, লিংক রোড ইত্যাদি নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। সেতু বিভাগের আওতায় একমাত্র সংস্থা 'বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ' এর উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডসমূহ নিম্নরূপঃ

বঙ্গবন্ধু সেতু

একটি সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় যমুনা নদী দ্বারা বিভক্ত দেশের দু'টি অঞ্চলকে একীভূত করে ১৯৯৮ সালের জুন মাসে যমুনা নদীর উপর ৩,৭৪৫.৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণ করা হয়। বঙ্গবন্ধু সেতুতে সড়ক পথের পাশাপাশি মিশ্রগেজ রেল লাইন স্থাপন করায় রাজধানী ঢাকার সাথে রাজশাহী, লালমনিরহাট, দিনাজপুর এবং খুলনার মধ্যে সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। স্বল্প সময়ে ঢাকা হতে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে খুব সহজেই যাতায়াত সম্ভব হচ্ছে। এ সেতুর উপর দিয়ে সড়ক ও রেল পথের সুবিধা ছাড়াও বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং ফাইবার অপটিক টেলিফোন লাইন স্থাপন করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের ফলে যাতায়াত ব্যবস্থা যেমন সহজতর হয়েছে তেমনি উত্তরাঞ্চলে কৃষি পণ্যাদি উৎপাদনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষক তার পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি উত্তরাঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠছে। দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ সেতু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ২০০৯-১০ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু সেতু হতে টোল বাবদ রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ সারণি ১১.৫ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.৫: বঙ্গবন্ধু সেতু হতে সংগৃহীত টোলের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বৎসর	লক্ষ্যমাত্রা	রাজস্ব আদায়	আদায়ের হার (%)
২০০৯-১০	২৩০.০০	২৪৩.৯৩	১০৬.০০
২০১০-১১	২৬০.০০	২৬৭.৬৬	১০২.৯৪
২০১১-১২	৩১২.২১	৩০৪.৬৬	৯৭.৫৮
২০১২-১৩	৩৩৫.৪০	৩২৫.২০	৯৬.৯৬
২০১৩-১৪	৩৫৮.৯৮	৩২৩.৩৮	৯০.২৩
২০১৪-১৫	৩৬৫.১৩	৩৪৯.০৮	৯৫.৬০
২০১৫-১৬	৩৯১.৯৭	৪০২.৪৩	১০২.৬৬
২০১৬-১৭	৪৫৬.৬৮	৪৮৪.৪২	১০৬.০৭
২০১৭-১৮*	৫৩৯.৪৮	৩৫৫.৫৪	৬৫.৯০

উৎসঃ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ। *ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত।

৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী (মুক্তারপুর) সেতু

রাজধানী ঢাকা শহরের সাথে পার্শ্ববর্তী বাণিজ্যিক এলাকা মুন্সীগঞ্জ জেলার সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ সড়কে ধলেশ্বরী নদীর ওপর ২০০৮ সালে ১৯৭.৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ১,৫২১ মিটার দীর্ঘ ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী (মুক্তারপুর) সেতু নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

পদ্মা সেতু নির্মাণ

বর্তমান সরকার দেশের সকল অঞ্চলের মধ্যে সুষ্ঠু এবং সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাওয়া-জাজিরা অবস্থানে ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্পকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। ২৮,৭৯৩.৩৯ কোটি

টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে এখন পর্যন্ত সর্ববৃহৎ এই অবকাঠামোর বাস্তবায়ন কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ৫২ শতাংশ। পদ্মা সেতু প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ প্যাকেজ সমূহের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

মূল সেতু নির্মাণঃ মূল সেতুর ভৌত অগ্রগতি প্রায় ৫৮ শতাংশ। মূল সেতুর মোট ৪১টি স্প্যানের মধ্যে ২টি স্প্যান ইতোমধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া ১৩টি স্প্যান চীন থেকে সাইটে পৌঁছেছে এবং ১২টি স্প্যান শিপমেন্টের অপেক্ষায় রয়েছে। মূল সেতুর মোট ২৪০টি পাইলের মধ্যে ১১৮টির Top & Bottom Section ড্রাইভ সম্পন্ন হয়েছে। জাজিরা ভায়াডাক্টের ১৯৩টি পাইলের মধ্যে সবগুলোর Top & Bottom Section ড্রাইভ সম্পন্ন হয়েছে এবং মাওয়া ভায়াডাক্টের ১৭২টি পাইলের মধ্যে ৮৩টির Top & Bottom Section ড্রাইভ সম্পন্ন হয়েছে। মূল সেতুর alignment বরাবর ১৫০ মিটার প্রশস্ত করে চ্যানেল তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

নদী শাসন কাজঃ নদী শাসন কাজের ভৌত অগ্রগতি ৩৫.৮০ শতাংশ। নদীশাসন কাজের বিভিন্ন সাইজের রক, স্টোনচিপস, সিলেট বালি, সিমেন্ট ও অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী সাইটে Mobilization প্রক্রিয়াধীন আছে। মোট ১,৩৩,০১,২৪৮টি কংক্রিট ব্লকের মধ্যে ৩৩,০০,০০০টি কংক্রিট ব্লক কাস্টিং সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া ২,১২,৭৫,০০০টি জিও ব্যাগের মধ্যে ২৮,১৭,৬৬৭ টি জিও ব্যাগ ডাম্পিং সম্পন্ন হয়েছে।

পুনর্বাসনঃ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের মাঝে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ৬২৫.৮০ কোটি টাকা অতিরিক্ত সহায়তা বাবদ বিতরণ করা হয়েছে।

পুনর্বাসন সাইটগুলোতে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ২,৪৮৮টি প্লট ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে হস্তান্তর করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৬৪২ ভূমিহীন (ক্ষতিগ্রস্ত) পরিবারকে বিনামূল্যে প্লট প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ৫৭৬ জন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাক্তিকে ভিটা উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

পরিবেশ কার্যক্রমঃ পদ্মা সেতুর উভয় প্রান্তে ও সার্ভিস এরিয়ায় ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ১,৫৭,৭৫৭ টি গাছ লাগানো হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্প এলাকায় একটি জাদুঘর স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে এবং ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ১,৪২৯ টি নমুনা সংগ্রহপূর্বক সংরক্ষণ করা হয়েছে।

পদ্মা সেতু নির্মিত হলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১৯টি জেলা রাজধানী ঢাকা ও পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। নির্মীয়মান পদ্মা সেতু প্রস্তাবিত এশিয়ান হাইওয়ে AH-1 এ অবস্থিত হওয়ায় এ সেতু বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যবস্থাসহ দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে অবস্থিত দেশগুলোর মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হবে। এ সেতু বাস্তবায়িত হলে জাতীয় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ১.২ শতাংশ বৃদ্ধি এবং প্রতি বছর ০.৮৪ শতাংশ হারে দারিদ্র্য নিরসনের মাধ্যমে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ

ঢাকা শহরের যানজট সমস্যা সমাধানে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত ৮,৯৪০.১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি ভিত্তিতে নির্মাণে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ১৫ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। র‍্যাম্পসহ মোট ৪৬.৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এ এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে এবং ইতোমধ্যে ৯২৯ টি পাইল ড্রাইভ সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মিত হলে ঢাকা শহরে আরও প্রায় ৪৭ কিলোমিটার নতুন সড়ক যোগ হবে।

কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ

চট্টগ্রাম শহরের পশ্চিম অংশের সাথে পূর্ব অংশের সংযোগ স্থাপন, যানজট নিরসন, ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ সহজিকরণ, চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর এবং প্রস্তাবিত গভীর সমুদ্র বন্দরের পণ্য পরিবহণের লক্ষ্যে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে ৩.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ টানেল নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ৮,৪৪৬.৪৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি ২৪ নভেম্বর ২০১৫ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও বিস্তারিত ডিজাইন প্রণয়নের কাজ চলছে। চীনে টানেল বোরিং মেশিন তৈরীর কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং এটি বাংলাদেশে এনে সেপ্টেম্বর ২০১৮ নাগাদ কাজ শুরু হবে আশা করা যায়।

বিআরটি লেন নির্মাণ (এলিভেটেড অংশ)

২,০৩৯.৮৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট' এর আওতায় গাজীপুর হতে শাহাজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ Bus Rapid Transit বা BRT লেন নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড অংশ সেতু বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন করবে। ইতোমধ্যে এলিভেটেড অংশের বিস্তারিত ডিজাইন সম্পন্ন হয়েছে।

ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আশুলিয়া হয়ে ইপিজেড পর্যন্ত ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্পটি ১৬,৯০১.৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৪ অক্টোবর ২০১৭ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। এটি জি-টু-জি ভিত্তিতে নির্মাণে চীন সরকারের মনোনীত প্রতিষ্ঠান এর সাথে ২৯ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০২২ সাল নাগাদ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে। এটি নির্মিত হলে এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্ক এবং প্রায় সকল জাতীয় মহাসড়কের সাথে যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি ঢাকার সাথে ৩০টি জেলার সংযোগ স্থাপনকারী আবদুল্লাহপুর-আশুলিয়া-বাইপাইল-চন্দ্রা করিডোরে যানজট অনেকাংশে হ্রাস পাবে ।

ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ

ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের হেমায়েতপুর হতে নিমতলী-কেরানিগঞ্জ-ফতুল্লা-বন্দর হয়ে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের লাঙ্গালবন্দ পর্যন্ত ১৬,৩৮৮.৫০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৯.২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের পিডিপিপি নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। এটি জি-টু-জি ভিত্তিতে নির্মাণে মালয়েশিয়া সরকার প্রস্তাব দিয়েছে। প্রস্তাবিত এই এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েটি জাতীয় মহাসড়ক N5 (ঢাকা-আরিচা), N8 (ঢাকা-মাওয়া) এবং N1 (ঢাকা-চট্টগ্রাম) এর সাথে সংযুক্ত হবে। এটি নির্মিত হলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যানবাহন পদ্মা সেতু হয়ে ঢাকা শহরে প্রবেশ না করে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এবং চট্টগ্রাম-সিলেটসহ পূর্বাঞ্চলে সরাসরি চলাচল করতে পারবে। এর ফলে ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট অনেকাংশে হ্রাস পাবে। এটি এশিয়ান হাইওয়ের সাথেও সংযুক্ত হবে।

ঢাকা শহরে সাবওয়ে (আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রো) নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা

ঢাকা শহরের যানজট সমস্যা সমাধানে সাবওয়ে নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ৪টি রুট চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে আপাতত: রুট-১ অর্থাৎ 'টঙ্গী-বিমানবন্দর-কাকলী-মহাখালী-মগবাজার-পল্টন-শাপলাচত্বর -সায়েদাবাদ-নারায়ণগঞ্জের সাইন বোর্ড পর্যন্ত' এবং রুট-২ অর্থাৎ 'আমিনবাজার- গাবতলী- আসাদগেট- নিউমার্কেট-টিএসসি-ইত্তেফাক-সায়েদাবাদ পর্যন্ত' এই দুটি অংশে সাবওয়ে নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। সাবওয়ে নির্মাণের পদক্ষেপ হিসেবে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার জন্য ২২৪.৩১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করত: চলতি বছরেই সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শুরু হবে। সমীক্ষার ভিত্তিতে যথাসময়ে এর নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হবে আশা করা যায়।

যমুনা নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা

গাইবান্ধা এবং জামালপুর জেলার সংযোগকারী যমুনা নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

অন্যান্য বৃহৎ সেতু নির্মাণ

দেশের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক নিরবচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে সেতু বিভাগের অধীনে আরও নতুন নতুন সেতু নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে দক্ষিণাঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলার 'রহমতপুর-বাবুগঞ্জ-মূলাদি-হিজলা সড়কে আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর', 'লেবুখালী-দুমকী-বগা-দশমিনা-গলাচিপা-আমড়াগাছি সড়কে গলাচিপা নদীর উপর','কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালিয়া সড়কে পায়রা নদীর উপর' সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। প্রস্তাবিত ৩টি সেতু নির্মাণে ১,৯৪৪.২৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে পিডিপিপি নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের অর্থ সহায়তা চাওয়া হয়েছে। অর্থায়ন নিশ্চিত সাপেক্ষে যথাসময়ে এ সেতুগুলোর নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হবে আশা করা যায়।

তাছাড়া পটুয়াখালী- আমতলী- বরগুনা সড়কে পায়রা নদীর উপর, বাকেরগঞ্জ-বাউফল সড়কে কারখানা নদীর উপর, ভুলতা-আড়াইহাজার-নবীনগর সড়কে মেঘনা নদীর উপর এবং বরিশাল ও ভোলার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে তেতুলিয়া ও কালাবদর নদীর উপর অর্থাৎ মোট ৪টি সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলছে। যথাসময়ে এ সেতুগুলোর নির্মাণ কাজ শুরু হবে আশা করা যায়।

খ.রেল যোগাযোগ

বাংলাদেশ রেলওয়েকে গণপরিবহণের নির্ভরযোগ্য, সাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব, যুগোপযোগী ও গণমুখী করার লক্ষ্যে রেলপথ বিভাগকে গত ৪ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়ে উন্নীত করা হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়েতে ২০০৯-১৭ সাল পর্যন্ত ৯,০২২.৩০ কোটি টাকা

ব্যয়ে ৫১টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়েতে ৪৮টি (৪৩টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও ৫টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প) উন্নয়ন প্রকল্প চলমান আছে। প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে ১০,৮১৬.৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ রেলওয়েতে ২০০৯ সাল হতে ২৯৭.৯৮ কিঃমিঃ রেলপথ, ২৭৬টি সেতু, ৮২টি স্টেশন বিল্ডিং নতুন নির্মাণ এবং ২৪৮.৫০ কিঃমিঃ রেলপথ ডুয়েলগেজে রূপান্তর করা হয়েছে। এছাড়াও ১,১২৩.৭৪ কিলোমিটার রেলপথ, ৬৩০টি সেতু, ১৭১টি স্টেশন বিল্ডিং, ৪০৫টি যাত্রীবাহী কোচ, ২৭৭টি ওয়াগন পুনর্বাসন করা হয়েছে। রোলিংস্টকের সমস্যা দূরীকরণের জন্য ২০টি এমজি লোকোমোটিভ, ২৬টি বিজি লোকোমোটিভ, ১,১২০টি যাত্রীবাহী গাড়ি, ২০ সেট ডিইএমইউ, ৫১৬টি মালবাহী ওয়াগন এবং ৩০টি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ করা হয়েছে।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলওয়ে করিডোরকে ডাবল লাইনে উন্নীত করার কাজ শুরু করা হয়। উক্ত কাজ সম্পন্ন হলে ঢাকা-চট্টগ্রাম করিডোরের ৩২১ কিঃমিঃ রেলপথের সমগ্র অংশেই ডাবল লাইনে ট্রেন চলাচল শুরু হবে। এর ফলে ট্রেন পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ের সক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। ভারতীয় ১ম লাইন অফ ক্রেডিট এর আওতায় ঢাকা- জয়দেবপুর সেকশন, টঙ্গী ৩য় ও ৪র্থ সেকশন, নারায়ণগঞ্জ সেকশন, ঢাকার সমান্তরালে এবং বঙ্গবন্ধু সেতুর সমান্তরালে বিদ্যমান লাইনের সেকশনে ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। খুলনা-দর্শনা সেকশন ডাবল লাইনে রূপান্তরের প্রকল্প ভারতীয় ২য় লাইন অফ ক্রেডিট এর আওতায় বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ৩য় ভারতীয় লাইন অফ ক্রেডিট এর আওতায় বগুড়া হতে শহীদ এম মনসুর আলী স্টেশন পর্যন্ত নতুন ডুয়েলগেজ রেললাইন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ঈশ্বরদী-জয়দেবপুর সেকশন এবং জয়দেবপুর জামালপুর সেকশনে ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণের প্রকল্প দুইটি চীনা সরকারের সাথে জি টু জি'র আওতায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চূড়ান্ত হয়েছে।

জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে চলমান প্রকল্পের আওতায় রোলিং স্টক সংকট নিরসনকল্পে ১০০টি এমজি ও ৪০টি বিজি লোকোমোটিভ, ৫৫০টি এমজি এবং ৫০টি বিজি যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

এছাড়াও, রেলওয়ের পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ের 'সাসেক রেল যোগাযোগ বিনিয়োগ কার্যক্রমের জন্য কারিগরি সহায়তা'-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইতঃপূর্বে অনুমোদিত ২০ বছর মেয়াদি রেলওয়ের মহাপরিকল্পনা হাল-নাগাদ করা হয়েছে, যা জানুয়ারি ২০১৮ তে অনুমোদিত হয়েছে। নতুন অনুমোদিত রেলওয়ের মহাপরিকল্পনায় জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০৪৫ পর্যন্ত ৬টি পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ৫,৫৩,৬৬২.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ২৩০ টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হওয়ার পর রেলওয়ের সেবার মান অনেক বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি আধুনিক গণপরিবহণ মাধ্যমে পরিণত হবে। ২০০৯-১০ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্বিক কর্মকান্ডের একটি তথ্য সারণি ১১.৬-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.৬: বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্বিক কর্মকান্ড

অর্থ বছর	যাত্রী পরিবহণ কিঃ মিঃ হিসেবে (মিলিয়ন)	পণ্য পরিবহণ টন কিঃ মিঃ হিসেবে (মিলিয়ন)	রাজস্ব আয় (কোটি টাকায়)	রাজস্ব ব্যয় (কোটি টাকায়)
২০০৯-১০	৭৩০৪.৯৫	৭১০.০৬	৬৭৩.১৬	১২৫৭.২০
২০১০-১১	৮০৫১.৯২	৬৯২.৬৪	৭৪৭.০৭	১৪৯১.৮২
২০১১-১২	৮৭৮৭.২৩	৫৮২.১১	৭২৬.৪২	১৫৬৭.১২
২০১২-১৩	৮২৫৩.৪২	৫২৫.৩৭	৮০৪.২৬	১৫৬২.৩৮
২০১৩-১৪	৮১৩৪.৭০	৬৭৭.৩৫	৮০০.১৭	১৬০১.৬৯
২০১৪-১৫	৮৭১১.৩৬	৬৯৩.৮৪	৯৩৫.৪৫	১৮০৮.২৯
২০১৫-১৬	৯১৬৭.১৮	৬৭৫.০৯	৯০৪.০২	২২২৯.২২
২০১৬-১৭*	১০,০৪০.৬৬	১০৫২.৬৭	১৩০.৩৭	২৮৩৫.৫২

উৎসঃ রেলপথ মন্ত্রণালয়। *সাময়িক।

গ. নৌযোগাযোগ

সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব ও নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসেবে নৌপথের সর্বোচ্চ ব্যবহারের লক্ষ্যে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ অবকাঠামোর উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। আধুনিক বন্দর ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন নৌযান চলাচল নিশ্চিতকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং দক্ষ ও সাশ্রয়ী নৌপরিবহণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান প্রভৃতি কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থার কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সংরক্ষণ, পরিচালন সংরক্ষণ, নিরাপদ নৌযান চলাচল নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌবন্দরসমূহের উন্নয়ন, বিভিন্ন লঞ্চঘাটে পন্টুন ও ল্যান্ডিং সুবিধাদি প্রদান, উচ্ছেদকৃত নদীতীর ভূমির পুনঃদখল রোধে ওয়াকওয়েসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ, ঢাকার চারপাশের নৌপথ সচলকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌপথে কন্টেইনার পণ্য পরিবহনের অবকাঠামো সৃষ্টি, ডিজিটাল পদ্ধতিতে হাইড্রোগ্রাফিক চার্ট প্রণয়ন, ইত্যাদি কাজ করে থাকে।

অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে বিআইডব্লিউটিএ'র মোট ১১টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসব প্রকল্পের মধ্যে সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের সংখ্যা ১টি। জিওবি এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন উক্ত প্রকল্পসমূহের বিপরীতে চলতি এডিপিতে বরাদ্দ রয়েছে যথাক্রমে ৯৮৮.৮৭ কোটি টাকা এবং ১২.৭২ কোটি টাকা। এ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে যথাক্রমে মোট ২৬৪.৮১ কোটি টাকা এবং ৭.৭১ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ (ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত) অর্থবছরে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষের রাজস্ব আয় হয়েছে ৪৩৮.৩৮ কোটি টাকা। সারণি ১১.৭ এ ২০০৯-১০ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত বিআইডব্লিউটিএ'র রাজস্ব আয়-ব্যয়ের বিবরণী দেয়া হলোঃ

সারণি ১১.৭: বিআইডব্লিউটিএ'র আয়-ব্যয়ের বিবরণঃ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	আয়	প্রকৃত ব্যয়	নীটলাভ/নীট লোকসান (+/-)
২০০৯-১০	১৮৫.৮৭	১৯১.০৫	-৫.১৮
২০১০-১১	২৩৭.৫৩	২৩৯.১০	-১.৫৭
২০১১-১২	২৯০.৭৮	২৭২.৯১	১৭.৮৭
২০১২-১৩	৩৪৯.০৯	৩২৯.৪০	১৯.৬৯
২০১৩-১৪	৩২০.০৪	৩৭৭.৬১	-৫৭.৫৭
২০১৪-১৫	৩৫৮.০২	৩৮২.৩১	-২৪.২৯
২০১৫-১৬	৫০০.৮০	৫১৮.৮৮	-১৮.০৮
২০১৬-১৭	৬১৪.৪৬	৬৯৯.৬৭	-৮৫.২১
২০১৭-১৮*	৪৩৮.৩৮	৪৬২.০৩	-২৩.৬৫

উৎসঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ। *ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর অভ্যন্তরীণ নৌপথের বিভিন্ন স্থানে উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খনন/ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। যাত্রী ও মালামাল পরিবহণ সহজতর করা এ কার্যক্রমের লক্ষ্য। ২০০৯-১০ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন নৌপথে সম্পাদিত উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খনন (Capital and maintenance dredging)-এর পরিমাণ সারণি ১১.৮ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.৮: বিআইডব্লিউটিএ'র অর্থবছর ভিত্তিক উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খননের পরিমাণ

অর্থবছর	খনন/ড্রেজিংয়ের পরিমাণ (লক্ষ ঘনমিটার)		
	উন্নয়ন খনন	সংরক্ষণ খনন	মোট
২০০৯-১০	৫.০৪	৩৪.৯২	৩৯.৯৬
২০১০-১১	২৫.৫৪	৪০.১৬	৬৫.৭০
২০১১-১২	২৪.৪৭	৪৩.৬১	৬৮.০৮
২০১২-১৩	৫৬.০৩	৪৪.৬৫	১০০.৬৮
২০১৩-১৪	৪৭.০২	৫৭.৯০	১০৪.৯২
২০১৪-১৫	১২০.১৫	৫০.৭৭	১৭০.৯২
২০১৫-১৬	১৭৮.২২	১০৪.৭৯	২৮৩.০১
২০১৬-১৭	১৫৮.৭৯	১১৭.৩৭	২৭৬.১৬
২০১৭-১৮*	১১৪.১৯	৯৫.৭৮	২০৯.৯৭

উৎসঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ। *ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত।

উল্লিখিত খনন/ড্রেজিং কার্যক্রম ছাড়াও বিআইডব্লিউটিএ বিগত ৪ বছরে উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন ১৪টি ড্রেজার ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি উদ্ধারকারী জলযান সংগ্রহ; বিভিন্ন ধরনের নৌ-সহায়ক যন্ত্রপাতিসহ (Lighted Buoy, Steel Lighted Buoy, Bridle Chain, Solar Panel ও R.C.C Sinker প্রভৃতি) অন্যান্য আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম সংগ্রহ ও স্থাপন; অভ্যন্তরীণ নৌপথের বিভিন্ন ফেরীঘাট, লঞ্চঘাট ও ওয়েসাইড ঘাটে ১১১টি নতুন পন্টুন স্থাপন;

উচ্ছেদকৃত নদীতীর পুনঃদখল রোধে ২০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ওয়াকওয়েসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ, মাঝারি ও বড় ধরনের মেরামত শেষে মোট ২৫৮টি নানা আকারের পন্টুন বিভিন্ন লঞ্চঘাট ও নদী বন্দরে স্থাপন প্রভৃতি কার্যক্রম সম্পন্ন করায় যাত্রী সাধারণ ও মালামাল ওঠানামা নিরাপদ ও সহজতর হয়েছে।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) ১৮১টি জলযানের মাধ্যমে নৌ পথে সাশ্রয়ী ও সেবা বান্ধব উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন সার্ভিসে সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাম্প্রতিককালে বিআইডব্লিউটিসি ৪০,৯৮০.৩৯ লক্ষ টাকায় ১৭টি ফেরী, ৮টি পন্টুন, ৪টি সী-ট্রাক, ১২টি ওয়াটার বাস, ২টি ঘাট পন্টুন এবং ২টি যাত্রীবাহী জাহাজ নির্মাণ করে বিভিন্ন সার্ভিসে নিয়োজিত করেছে। নতুন জলযান নির্মাণ ছাড়াও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৬,১৬১.৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিআইডব্লিউটিসি'র ৪টি রো রো ফেরি, ২টি কে-টাইপ ফেরি, ২টি মিডিয়াম ফেরী এবং ৬টি রো রো পন্টুন পুনর্বাসন করা হয়েছে এবং ৯.০১ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০০৯-১০ সালে ঘুর্ণিঝড় সিডরে ক্ষতিগ্রস্থ বিভিন্ন অবকাঠামোসহ ল্যান্ডিং সুবিধা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। ঢাকা শহরের সড়ক পথে যানজট হ্রাসকল্পে বৃত্তাকার নৌপথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহণের জন্য ১২টি ওয়াটার বাস নির্মাণ করে সার্ভিসে নিয়োজিত করা হয়েছে। দীর্ঘ ৬৩ বছর পর অভ্যন্তরীণ নৌপথে ঢাকা-বরিশাল-খুলনা রুটে পরিচালনার জন্য ৭৬৪ জন যাত্রী ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি যাত্রীবাহী জাহাজ 'এম.ভি বাঙালি' ও 'এম.ভি মধুমতি' নির্মাণ করে ২০১৪ ও ২০১৫ সালে সার্ভিসে নিয়োজিত করা হয়েছে। নবনির্মিত জলযানগুলো ফেরি ও যাত্রীবাহী সার্ভিসে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। নতুন ফেরি ও পন্টুনগুলো ক্রমবর্ধিত যানবাহন পারাপারে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। বর্তমানে বিআইডব্লিউটিসি'র ৫টি ফেরি রুটে গড়ে প্রতিদিন ৭,৫০০ এর অধিক যানবাহন পারাপার করছে। ৪টি সী-ট্রাকের সংযোজনও বিভিন্ন দ্বীপাঞ্চলের মধ্যে উপকূলবাসীর দৈনন্দিন যাতায়াত নিশ্চিত করছে। সার্ভিস পরিচালনায় ডিজিটাল পদ্ধতির প্রর্বতনের লক্ষ্যে ফেরী ও যাত্রীবাহী জাহাজসহ সংস্থার ৪২টি জাহাজে Vessel Tracking System (VTS) স্থাপন করা হয়েছে। ঢাকা-বরিশাল-মোড়লগঞ্জ যাত্রীবাহী সার্ভিসে ই-টিকেটিং সিস্টেম চালুর লক্ষ্যে অনলাইন সার্ভিস কার্যকর করা হয়েছে।

বিআইডব্লিউটিসি'র ফেরী সার্ভিস ও যাত্রীবাহী সার্ভিসের সেবার মান অধিকতর উন্নয়নের লক্ষ্যে এডিপিভুক্ত ও নিজস্ব অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্পের আওতায় ২টি উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ, ২টি অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজ, ২টি ইমপ্রুভড কে-টাইপ ফেরি ও ২টি মিনি ইউটিলিটি ফেরি নির্মাণাধীন রয়েছে। এছাড়াও ৯.৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে ডকইয়ার্ড নং-৩ এর অবকাঠামো উন্নয়ন ও মেরিন ওয়ার্কশপ স্থাপন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।

বিআইডব্লিউটিসি'র বাণিজ্যিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ১,৩১,৯৭১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'বিআইডব্লিউটিসি'র জন্য ৩৫টি বাণিজ্যিক ও ৮ টি সহায়ক জলযান সংগ্রহ এবং ২টি নতুন স্লিপওয়ে নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩টি রিভার ক্রুজার, ৩টি অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজ, ৪টি উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ, ৮টি সী-ট্রাক, ৬টি কে-টাইপ ফেরি, ৬টি ইউটিলিটি ফেরি, ২টি ট্যাংকার, ২টি ফায়ার-ফাইটিং কাম-স্যালভেজ টাগ, ১টি কেবিন ক্রুজার কাম-ইন্সপেকশন বোট সংগ্রহসহ বিআইডব্লিউটিসি ডকইয়ার্ডের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২টি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন উইঞ্চ ফর স্লিপওয়ে নির্মাণ করা হবে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিআইডব্লিউটিসির মোট আয়-ব্যয়ের বিবরণ সারণি ১১.৯-তে দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.৯: বিআইডব্লিউটিসি-র আয়-ব্যয়ের বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	আয়	প্রকৃত ব্যয়	নীট মুনাফা**
২০০৯-১০	২০০.১৩	১৫০.১০	২৮.৭৩
২০১০-১১	২১১.৯৯	১৫৩.৮১	৩২.০৮
২০১১-১২	২২৯.৬৮	১৮৩.৪৮	১৯.২৮
২০১২-১৩	২৭২.২১	২১৬.১৩	৫৬.০৮
২০১৩-১৪	২৯৭.৩৫	২৩৫.০৮	৬২.২৭
২০১৪-১৫	৩২৬.৭২	২৬৯.৪৩	৫৭.২৯
২০১৫-১৬	৩৫৯.১৮	৩১০.৯৬	৪৮.২২
২০১৬-১৭	৩৫৬.৯৫	৩২৯.৭১	২৭.২৪
২০১৭-১৮*	১৮২.৫৮	১৪৪.৪৭	১৫.৫৭

উৎসঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন, *ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত। ** সুদ ও অবচয় সমন্বয় করে।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

সমুদ্র পথে দেশের শতকরা প্রায় ৯২ ভাগ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। দেশের ক্রমবর্ধমান আমদানি রপ্তানির সাথে পাল্লা দিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রমও বৃদ্ধি পাচ্ছে। চট্টগ্রাম বন্দরের কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ের প্রবৃদ্ধির হার ১৪ শতাংশ। গার্মেন্টসসহ অন্যান্য পণ্যের ক্রমবর্ধমান রপ্তানি চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। অর্থনীতির ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম

বন্দরের অপরিসীম গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকার বন্দরের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের জেটি পন্টুন সমূহের সম্মুখভাগের নাব্যতা সংরক্ষণ, আউটার বার এলাকার নাব্যতা সংরক্ষণ,কর্ণফুলী নেভিগেশনাল চ্যানেলে যথাযথ নাব্যতা সংরক্ষণের জন্য প্রতি বছর গড়ে ১০ লক্ষ ঘন মিটার সংরক্ষণ ড্রেজিং করা হয়। ফলে দেশি বিদেশি বাণিজ্যিক জাহাজসমূহ নিরাপদে আগমন ও প্রস্থান করতে পারে। আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী বন্দরের দক্ষতা পরিমাপের সূচক হচ্ছে বন্দরে জাহাজের অবস্থানকাল সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা। বিগত ২০০৭ সালে চট্টগ্রাম বন্দরে কন্টেইনার গড় অবস্থান কাল ছিল ২২.১২ দিন, ২০১৬-১৭ সালে তা ১০.৯৯ দিন, ২০১৭-১৮ (জুলাই'১৭-জানুয়ারি'১৮) সালে তা ১০.৮১ দিন। বিগত ২০০৭ সালে চট্টগ্রাম বন্দরে কন্টেইনার জাহাজের গড় অবস্থান কাল ছিল জেটি বার্থে ৩.০৬ দিন, ২০১৬-১৭ সালে তা ২.৬৩ দিন, ২০১৭-১৮ (জুলাই'১৭-জানুয়ারি'১৮) সালে ২.৫৫ দিন। ২০১৬-১৭ সালে আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধির হার গড়ে কার্গো ১০.৩৪ শতাংশ ও কন্টেইনারের ক্ষেত্রে ১০.১৫ শতাংশ, ২০১৭-১৮ (জুলাই'১৭-জানুয়ারি'১৮) সালে আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধির হার গড়ে কার্গো ১৩.৩৮ শতাংশ ও কন্টেইনারের ক্ষেত্রে ১১.৭২ শতাংশ। বিভিন্ন প্রতিকূলতার মাঝেও বিশ্বের আধুনিক বন্দরসমূহের সাথে সংগতি রেখে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী চট্টগ্রাম বন্দরের দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বে Shipping Sector এ চট্টগ্রাম বন্দর সুনাম ও খ্যাতি লাভে সক্ষমতা অর্জন করেছে। আন্তর্জাতিক শিপিং বিষয়ক সবচেয়ে পুরনো সংবাদ মাধ্যম Lloyd's List এর জরিপে বিশ্বের কন্টেইনার পোর্টের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থান ২০০৯ সালে ৯৮ তম এবং সর্বশেষ ২০১৭ সালে ৭১ তম অবস্থানে রয়েছে। অর্থাৎ চট্টগ্রাম বন্দর বিগত ৮ বছরে ২৭ ধাপ এগিয়ে ৭১তম অবস্থানে পৌঁছেছে।

সারণি ১১.১০-এ ২০০৯-১০ থেকে ২০১৭-১৮ (ফেব্রুয়ারি ২০১৮) অর্থ বছর পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দরের আয়-ব্যয়ের সার্বিক পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১০: চট্টগ্রাম বন্দরের আয় ব্যয়ের পরিসংখ্যান

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	রাজস্ব উদ্বৃত্ত
২০০৯-১০	১১৫৫.৩৫	৬২৪.৭৮	৫৩০.৫৭
২০১০-১১	১৪৫৩.১৫	৬৩৪.১৩	৮১৯.০২
২০১১-১২	১৫২৯.৯২	৬৫২.৬২	৮৭৭.৩০
২০১২-১৩	১৫৭০.৩৭	৮০৩.০০	৭৬৭.৩৭
২০১৩-১৪	১৬৩৪.৩২	৮১৫.৬৫	৮১৮.৬৭
২০১৪-১৫	১৮৭৬.৮২	৮৬০.৯৫	১০১৫.৮৭
২০১৫-১৬	২০২৯.২৫	১০৬৫.৮৩	৯৬৩.৪২
২০১৬-১৭	২৩৮৬.৪৩	১৩৬৬.২১	১০২০.২২
২০১৭-১৮	১৭৯১.৮৬	৮৬২.২৭	৯২৯.৫৯

উৎসঃ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, *ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

১৯৫০ সালের ১ ডিসেম্বর মোংলা বন্দরের গোড়াপত্তন হয়। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে মোংলা বন্দর বর্তমানে আধুনিক বন্দরে রূপান্তরিত হয়েছে। এ বন্দরে বর্তমানে ৬টি নিজস্ব জেটি, ব্যক্তি মালিকানাধীন ৭টি জেটি এবং ২২টি এ্যাংকোরেজ এর মাধ্যমে মোট ৩৫টি জাহাজ একসাথে হ্যান্ডেল করা সম্ভব। ৪টি ট্রানজিট শেড, ২টি ওয়ার হাউজ, ৪টি কন্টেইনার ইয়ার্ড, ২টি কার পার্কিং ইয়ার্ড এর মাধ্যমে মোংলা বন্দরে বার্ষিক ১০০ লক্ষ মেট্রিক টন কার্গো এবং ৭০ হাজার টিইউজ কন্টেইনার এবং ২০,০০০ টি গাড়ি হ্যান্ডলিং এর সক্ষমতা রয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মোংলা বন্দরে ৬৯.০২ লক্ষ মেট্রিক টন মালামাল, ২৮,০৭২ টিইউজ কন্টেইনার ও ১২,৮৪১ টি গাড়ি হ্যান্ডলিং করা হয়েছে এবং ১৮১.০০ কোটি টাকা রাজস্ব অর্জিত হয়েছে।

নিম্নে সারণি ১১.১১ এ ২০০৯-১০ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মোংলা বন্দরের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১১: মোংলা বন্দরের রাজস্ব, আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	মুনাফা/লোকসান
২০০৯-১০	৬৬.৪৯	৬৪.২২	২.২৭
২০১০-১১	৮৫.৫২	৬৩.৬৯	২১.৮৩
২০১১-১২	১০৫.৮১	৭১.৬৬	৩৪.১৫
২০১২- ১৩	১৩৮.০৮	৯৪.১৩	৪৩.৯৫
২০১৩- ১৪	১৫৫.৭৩	১০২.১০	৫৩.৬৩
২০১৪-১৫	১৭০.১৭	১০৯.৪৮	৬০.৬৯
২০১৫-১৬	১৯৬.৬২	১৩১.৯০	৬৪.৭২
২০১৬-১৭	২২৬.৫৬	১৫৫.১৫	৭১.৪১
২০১৭-১৮*	১৮১.২৭	১০৭.৬১	৭৩.৬৬

উৎসঃ মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ। * ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত।

মোংলা বন্দর ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে পদ্মা সেতু নির্মাণ, খুলনা-মোংলা রেললাইন স্থাপন, খানজাহান আলী বিমান বন্দর নির্মাণ, মোংলা বন্দরের সন্নিকটে রামপালে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ উদ্যোগে ১,৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, মোংলা বন্দর এলাকায় ভারত -বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল

গড়ে তোলা এবং মোংলা ইপিজেড সম্প্রসারণ ইত্যাদি কাজ উল্লেখযোগ্য। এসব কাজ আগামী ২০২০-২১ সালের মধ্যে সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়। রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রতি বৎসর কমপক্ষে ৪৫ লক্ষ মেঃ টন কয়লা বিদেশ হতে মোংলা বন্দরের মাধ্যমে আমদানী করা হবে। মোংলা বন্দর এলাকায় ভারত বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করা হলে বন্দরে নতুন নতুন পণ্য আমদানি-রপ্তানির দ্বার উন্মোচিত হবে এবং ২০১৮ সালের পর মোংলা বন্দরের ব্যবহার বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

মোংলা বন্দরের বর্ধিত চাহিদা সুষ্ঠু ও দক্ষতার সাথে মোকাবেলার জন্য বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে । উক্ত পরিকল্পনার আওতায় বর্তমানে ৮টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন এবং ৯টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অধীনে পশুর চ্যানেলের বিভিন্ন স্থানে ১৪২.৭৬ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং, ভিটিএমআইএস প্রবর্তণ, রুজভেল্ট জেটির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, ১টি অয়েল স্পিল ক্লিনআপ ভেসেল সংগ্রহ, ১টি টাগ বোট সংগ্রহ, ২টি অসম্পুর্ণ জেটি নির্মাণ এবং মোংলা বন্দরের জন্য একটি মাস্টার প্লান প্রণয়ন করা হবে। এছাড়া অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পের অধীনে ১৩.৩৬ লক্ষ ঘনমিটার ক্যাপিটাল ড্রেজিং, ১টি ট্রেলিং সাকশান হপার ড্রেজার সংগ্রহ, ৬০টিরও অধিক আধুনিক যন্ত্রপাতিসহ ৬টি কন্টেইনার টার্মিনাল, ২টি কন্টেইনার ইয়ার্ড, ২টি কন্টেইনার ডেলিভারী ইয়ার্ড, ১টি কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ইয়ার্ড, ১টি মাল্টিস্টোরিড কার ইয়ার্ড, মোংলা বন্দরের প্রধান সড়ক ৬ লেন ও বাইপাস সড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ, ১টি সার্ভিস ভেসেল জেটি, এমপিএ টাওয়ার ও বিনোদন সুবিধাদিসহ বন্দর আবাসিক ভবন নির্মাণ, বন্দর ভবন সম্প্রসারণ, ম্যাকানিকাল ওয়ার্কসপ, ইকুইপমন্টে ইয়ার্ড ও শেড, যন্ত্রপাতিসহ এমটি পুল নির্মাণ, স্লিপওয়েসহ মেরিন ওয়ার্কসপ কমপ্লেক্স নির্মাণ, বন্দরের সংরক্ষিত এলাকা সম্প্রসারণ, ৫টি বিভিন্ন ধরণের জলযান সংগ্রহ, রাস্তা এবং চিত্তবিনোদন সুবিধাদিসহ নদীর বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করা হবে।

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

দেশের ৩য় সমুদ্র বন্দর হিসাবে পায়রা বন্দর যাত্রা শুরু করে ১৯ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে। সীমিত আকারে বন্দরকে অপারেশনাল কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বহিঃনোঙ্গারে ক্লিংকার, সার ও অন্যান্য বাল্ক পণ্যবাহী জাহাজ আনয়ন ও বার্জের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে পরিবহণের জন্য নৌ-পথ চিহ্নিত করে ফেয়ারওয়ে ও মুরিংবয়া স্থাপন, যোগাযোগের জন্য VHF(Very High Frequency) বেইজ ষ্টেশনসহ যোগাযোগ যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং কাস্টমস ও শিপিং সুবিধাদির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। 'ইন্টারন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন অব পোর্টস এন্ড হারবার' এর চাহিদা মোতাবেক বন্দরের চ্যানেল ও বহিঃনোঙ্গারের নিরাপত্তার জন্য ISPS (International Ship and port Facility Security Code) কোড বাস্তবায়ন এবং জাতিসংঘ কর্তৃক ইউএন লোকেটর কোড বরাদ্দ করা হয়েছে। সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য ১,০০০ কেভিএ এর ১ টি বৈদ্যুতিক সাব-ষ্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। বন্দরে আগত বৈদেশিক জাহাজে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য প্রতি ঘন্টায় ২৫০ মেঃটঃ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ১ টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া জাহাজ ভিড়ানোর জন্য ১ টি পন্টুন জেটি ও ২ টি ৫ টন ক্ষমতার বৈদ্যুতিক ক্রেন স্থাপন করা হয়েছে। আগস্ট ২০১৬-তে বহিঃনোঙ্গারে পণ্য খালাসের মাধ্যমে পায়রা বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পায়রা বন্দরে ১১ টি বিদেশী পতাকাবাহী সমুদ্রগামী জাহাজ আগমন করে এবং ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এ বন্দরে ২ লক্ষ ২১ হাজার মেট্রিক টন পণ্য হ্যান্ডলিং করা হয়।

বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ

স্থলপথে পণ্য আমদানি-রপ্তানি সহজতর এবং উন্নতর করাই বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য। সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে ২০০১ সালে ১২টি স্থলবন্দর ঘোষণার মাধ্যমে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ ১২টি বন্দরকে স্থলবন্দর ঘোষণার মাধ্যমে এর কার্যক্রম শুরু করে এবং পরবর্তীতে আরো ১১টি বন্দর স্থলবন্দর হিসেবে যুক্ত হয়ে বর্তমানে স্থলবন্দরের সংখ্যা মোট ২৩টি। যার মধ্যে বেনাপোল, ভোমরা, আখাউড়া, বুড়িমারী, নাকুগাঁও ও তামাবিল স্থলবন্দরসমূহ বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। অপরদিকে সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ, বাংলাবান্ধা এবং বিবিরবাজার স্থলবন্দরসমূহ বিওটি ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। ঘোষিত তামাবিল স্থলবন্দরের অবকাঠামোগত নির্মাণ কার্যক্রম চলমান আছে যা জুন ২০১৮ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়। তাছাড়া SASEC প্রকল্পের আওতায় বেনাপোল ও বুড়িমারী স্থলবন্দরে ওয়্যারহাউজ, রোড পেভমেন্ট, ট্রান্সশিপমেন্ট শেড ও ড্রেনেজ সিস্টেম নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। একই সঙ্গে বেনাপোল স্থলবন্দরের সাথে ভারতীয় পেট্রাপোল আইসিপি'র (পেট্রাপোল

আইসিপি- ভারতীয় স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ) সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে।

২০০৯-১০ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের আয় ও ব্যয়ের বিবরণী সারণি ১১.১২ -এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১২: বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	আয়	ব্যয়	উদ্বৃত্ত
২০০৯-১০	৩৩.৫২	২৬.২৯	৭.২৩
২০১০-১১	৪১.২০	৩২.৩৮	৮.৮২
২০১১-১২	৪২.০৮	৩১.৯১	১০.১৭
২০১২-১৩	৪৭.৭৮	৩৭.২৯	১০.৪৯
২০১৩-১৪	৬১.৩১	৫১.০৬	১০.২৫
২০১৪-১৫	৭০.৫২	৪৭.৩৮	২৩.১৪
২০১৫-১৬	৮২.৯৬	৫১.৬৯	৩১.২৭
২০১৬-১৭	১১১.৪৭	৭৪.৯৫	৩৬.৫২
২০১৭-১৮*	৬৪.৩৫	৩৫.৮৮	২৮.৪৭

উৎসঃ বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ। *ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত।

নৌপরিবহণ অধিদপ্তর

নৌপরিবহণ অধিদপ্তর দেশের অভ্যন্তরীণ, উপকূলীয় এবং সমুদ্রসীমায় দুর্ঘটনামুক্ত নৌ চলাচল নিশ্চিতকরণ ও বাংলাদেশি জাহাজের বিশ্বের সকল স্থানে নিরাপত্তা, সমুদ্রগামী জাহাজের অফিসার ও নাবিকদের বিদেশি জাহাজে নিয়োগ এবং নৌবাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। এ সকল দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য এ অধিদপ্তর জনস্বার্থে প্রণীত নৌ-নীতিমালা, নৌ-আইন ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এ সংস্থা নৌ সংক্রান্ত আইন ও কারিগরি বিষয়ে সরকারকে সহায়তা প্রদান, আই.এম.ও, আই.এল.ও, আংটাডসহ নৌসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহে যোগাযোগ রক্ষা, সংস্থাসমূহের বিভিন্ন কনভেনশন প্রণয়নের ক্ষেত্রে দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং প্রণীত কনভেনশনসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। এ অধিদপ্তর আন্তর্জাতিক মান অনুসারে মেরিটাইম প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

অধিদপ্তরের আয়ের প্রধান উৎস হলো- নৌযানসমূহ রেজিস্ট্রেশন, সার্ভে, মেরিন অফিসার ও নাবিকদের যোগ্যতা সনদ, প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষা ফি, সাইন অন-সাইন অফ, বাতিঘর ফি, বায়োমেট্রিক মেশিন রিডেবল আইডি কার্ড জারী, ম্যানিং এজেন্ট লাইসেন্স ফি, নৌ-আইন লংঘনের জন্য জরিমানা আদায় প্রভৃতি। ২০০৯-১০ হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত সংস্থাটির আয় ব্যয়ের বিবরণী সারণি ১১.১৩-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১৩: নৌপরিবহণ অধিদপ্তরের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

বৎসর	রাজস্ব আয়ের লক্ষ্য মাত্রা	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়
২০০৯-১০	৯.২৫	১১.৬৭	৪.৬৩
২০১০-১১	১০.২৫	১২.৫৫	৫.৫৩
২০১১-১২	১২.৭১	১৩.২৬	৫.৫৪
২০১২-১৩	১৪.২৬	১২.৯৫	১৪.৬৩
২০১৩-১৪	১৫.২৬	১৪.৪৩	১০.১২
২০১৪-১৫	১৫.৯৯	১৮.২১	৯.৩৩
২০১৫-১৬	১৭.২৯	২৯.০৩	১১.৬৩
২০১৬-১৭	১৯.৭২	৩৩.৪৬	১৬.৩৭
২০১৭-১৮*	২১.২০	২৪.৯২	১০.৮৩

উৎসঃ নৌপরিবহণ অধিদপ্তর।* ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত।

দেশের নৌপরিবহণ ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করণের লক্ষ্যে ৩৭০.৮৯ কোটি টাকা ব্যয়ে 'এস্টাব্লিসমেন্ট অব গ্লোবাল মেরিটাইম ডিসট্রেস এন্ড সেইফটি সিস্টেম এন্ড ইন্টিগ্রেটেড মেরিটাইম নেভিগেশন সিস্টেম' এবং ৪.১২ কোটি টাকা ব্যয়ে 'ডেভেলোপমেন্ট অব মেরিটাইম লেজিসলেশন অব বাংলাদেশ' নামক দুটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া 'ন্যাশনাল শিপস এন্ড মেকানাইজড বোটস ডাটাবেইজ ম্যানেজমেন্ট এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং' নামক একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হলে দেশের অভ্যন্তরীণ, উপকূলীয় ও সমুদ্র পথে চলাচলরত সকল প্রকার দেশি ও বিদেশি জাহাজের সার্বিক নৌ-নিরাপত্তা বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নও বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন

আর্ন্তজাতিক নৌ-পথে দক্ষ শিপিং সেবা প্রদান এবং আর্ন্তজাতিক নৌ-বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধাকল্পে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের (বিএসসি) সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠার পর হতে ক্রমাগত প্রচেষ্টা ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সর্বমোট ৩৮টি জাহাজ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। পুরাতন ও অলাভজনক জাহাজ বিক্রির পর বর্তমানে বিএসসি'র বহরে ২টি লাইটারেজ ট্যাংকার রয়েছে।

আগামী ২০২১ সাল নাগাদ বিভিন্ন আকার ও সাইজের বেশ কয়েকটি জাহাজ ক্রয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

তন্মধ্যে চীন সরকারের অর্থায়নে ৬টি নতুন জাহাজ (প্রতিটি প্রায় ৩৯,০০০ ডিডব্লিউটি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৩ টি প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাঙ্কার এবং ৩টি বাল্ক ক্যারিয়ার) নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। আগামী জুলাই ২০১৮ তে ১টি ৩৯,০০০ ডিডব্লিউটি ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ক ক্যারিয়ার বিএসসি বহরে যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । তাছাড়া আগামী ফ্রেরুয়ারি ২০১৯ এর মধ্যে ৫টি জাহাজ বিএসসি বহরে যুক্ত হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে। এছাড়াও, দাতা দেশ/সংস্থার নিকট হতে ঋণ সহায়তায় ২টি নতুন কেমিক্যাল/ক্রুড অয়েল ট্যাংকার, ২টি নতুন মাদার ট্যাংকার, ১০টি নতুন বাল্ক ক্যারিয়ার , ৪টি নতুন সেলুলার কন্টেইনার জাহাজ , ৬টি নতুন মাদার বাল্ক ক্যারিয়ার (কয়লা পরিবহণ উপযোগী) ও ২টি নতুন মাদার প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাংকার (ডিজেল পরিবহণ উপযোগী) ক্রয়ের কার্যক্রমসহ ২টি প্রায় ১,৪০,০০০ সিবিএম ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এলএনজি ক্যারিয়ার অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ২০০৯-১০ সাল থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিএসসির মোট আয়-ব্যয় ও লাভ লোকসানের বিবরণ সারণি ১১.১৪ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১৪: বিএসসির আয়-ব্যয় ও লাভ লোকসানের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	মোট আয়	মোট ব্যয়	নীট লাভ/(লোকসান)
২০০৯-১০	২৭৩.২৫	২৫৯.৯১	১৩.৩৪
২০১০-১১	২৬৬.৬৬	২৬৪.৭৯	১.৮৭
২০১১-১২	২৮২.০১	২৮০.৫৫	১.৪৬
২০১২-১৩	৩২৮.৫৯	৩২৬.৯৬	১.৬৩
২০১৩-১৪	১৭১.১৪	১৬৭.৭৭	৩.৩৭
২০১৪-১৫	১৩০.০১	১২৪.৬৭	৫.৩৪
২০১৫-১৬	১১৮.৮১	১১২.০৮	৬.৭৩
২০১৬-১৭	১১৬.৫৫	১০৭.৮৯	৮.৬৬
২০১৭-১৮*	৬১.৬৯	৫০.৯৬	১০.৭৩

উৎসঃ বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন। *ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি

১৯৬২ সালে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের 'আন্তর্জাতিক পেশাগত দক্ষতা মান' অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ৪,৩০০ জন চৌকস মেরিন ক্যাডেট তৈরি করেছে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি । এছাড়া, ১৯৮০ সাল থেকে প্রিপারেটরী ও এনসিলারী কোর্সের মাধ্যমে প্রায় ৪০ হাজার মেরিনার উচ্চতর পেশাদার প্রশিক্ষণ লাভ করেছে। বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির ক্যাডেটদের ৩ বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রীকে ৪ বছর মেয়াদি ব্যাচেলর অব মেরিটাইম সায়েন্স (বিএমএস) অনার্স ডিগ্রীতে রূপান্তর করা হয়েছে। ভৌত অবকাঠামো সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের অংশ হিসেবে ৪ তলা ফিমেল ক্যাডেট ব্লক এবং ৪ তলা সি-ফেয়ারার্স (মেরিনার্স ডরমেটরি) ভবন নির্মাণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। নারী শিক্ষার উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন ও নারী সমাজের সম-অধিকার নিশ্চিতকরণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ফিমেল ক্যাডেট প্রশিক্ষণ প্রবর্তিত হয়েছে। ফিমেল ক্যাডেটগণ বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের জাহাজে নিয়োগ লাভ করেছে। আন্তর্জাতিক নৌসংস্থার (IMO) Standard of Training Certification & Watch keeping for seafarers (STCW) Convention 2010 এর চাহিদা অনুযায়ী একাডেমির সকল প্রশিক্ষণ কোর্স আধুনিকীকরণ হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২৩৫ জন ক্যাডেটকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, প্রায় সকলেই দেশি-বিদেশি সমুদ্রগামী জাহাজে নিয়োগলাভ করেছে।

ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট

ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট বাংলাদেশি নাবিকদের জন্য সরকারের একমাত্র কারিগরি নৌশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে দেশের বেকার যুবকদের নির্ধারিত নীতিমালা অনুয়ায়ী নির্বাচন করে আন্তর্জাতিক নৌসংস্থার (IMO) STCWconvention মোতাবেক প্রণীত সিলেবাস অনুয়ায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমুদ্রগামী জাহাজে চাকুরি করার উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়। তাছাড়া, চাকরিরত (পুরাতন) নাবিক ও অফিসারদের বিভিন্ন শর্ট/মডেল (এনসিলিয়ারী) কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পদোন্নতির সুযোগ দেয়া হয়।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ২০১৪ সালের আগস্ট মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করে। নদীর অবৈধ দখল, পানি ও পরিবেশ দূষণ, শিল্প কারখানা কর্তৃক সৃষ্ট নদী দূষণ, অবৈধ কাঠামো নির্মাণ ও নানাবিধ অনিয়ম রোধকল্পে এবং নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ পুনরুদ্ধার,নদীর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং নৌপরিবহণ যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করার দায়িত্ব এই কমিশনের উপর অর্পণ করা হয়। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- বাংলাদেশের সকল নদ-নদী ও জলাশয় রক্ষাকল্পে কার্যকর দায়িত্ব পালনের জন্য কমিশন আন্তঃমন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থাগুলোর মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করেছে।

- বিভাগীয়, জেলা এবং উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে প্রতিটি নদীর বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে-যার মাধ্যমে একটি বস্তুনিষ্ঠ ও নদী ভিত্তিক তথ্য ভান্ডার সৃষ্টি করা হবে যা নদী সংশ্লিষ্ট গবেষণাসহ নদী রক্ষার সকল কার্যক্রমে নীতি নির্ধারণের জন্য ব্যবহার করা যাবে।

- বড়াল নদীর উৎসমুখ রাজশাহীর চারঘাট পয়েন্টে পদ্মা নদী হতে পানি প্রবাহের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করায় বড়াল নদীর ৪৬ কিঃমিঃ পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

- নদীর শাখা আদি বুড়িগঙ্গা নদী (Second channel of the Buriganga) পুনরুদ্ধারের জন্য কমিশনের উদ্যোগে প্রাথমিক জরিপ কার্য সম্পন্ন হয়েছে।

- ঢাকার চারপাশের ৫টি নদীসহ (বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু, তুরাগ ও ধলেশ্বরী) বাংলাদেশের সকল নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণের জন্য সকল জেলা প্রশাসকগণকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

- মানিকগঞ্জের ধলেশ্বরী, কালিগঙ্গা, নেত্রকোনার সুমেশ্বরী, পাবনার ইছামতি, খুলনার ময়ুর নদী ও যশোরের কপোতাক্ষ নদসহ অন্যান্য উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক নদী দখলমুক্ত করার নিমিত্ত ইতোমধ্যে কমিশন কর্তৃক নদী এলাকার জনগণকে সম্পৃক্ত ও উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

- কমিশন সারা দেশে নদ-নদী, জলাশয় ইত্যাদি রক্ষা (টেকসই) করার জন্য আইইউসিএন (ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার) এবং স্থানীয় এনজিওদের সাথে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

ঘ. বিমান যোগাযোগ

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের অধীনে বর্তমানে দেশে ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও ৭টি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর এবং ২টি ষ্টল পোর্ট রয়েছে। কর্তৃপক্ষের আওতাধীন ১২টি বিমানবন্দর ও ষ্টল পোর্টের মধ্যে বর্তমানে ৮টি বিমানবন্দরে ফ্লাইট পরিচালিত হচ্ছে। যাত্রী স্বল্পতার কারণে ২টি অভ্যন্তরীণ বিমান বন্দর ও ২টি ষ্টল পোর্টে কোন ফ্লাইট যাতায়াত করছে না। ২০০৯-১০ অর্থবছরে থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মোট আয়-ব্যয়ের বিবরণ সারণি ১১.১৫ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১৫: বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের আয়-ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	নীট মুনাফা
২০০৯-১০	৫৫১.১৪	২৫৮.১৯	২৯২.৯৪
২০১০-১১	৫৯৫.১৯	৩১৫.৭৭	২৭৯.৪১
২০১১-১২	৭৩১.৮৭	৩৩৭.৪৩	৩৯৪.৪৪
২০১২-১৩	৭৮৩.২৪	৩৩৭.৮৬	৪৪৫.৩৭
২০১৩-১৪	১০২৬.২৮	৪২৭.৬৮	৫৯৮.৬০
২০১৪-১৫	১২২০.৮০	৪৮১.১৩	৭৩৯.৬৬
২০১৫-১৬	১৩৩০.০৬	৭১০.৯৭	৬১৯.০৮
২০১৬-১৭	১৫৫৯.৮৯	৯৩৯.২৯	৬২০.৬০
২০১৭-১৮*	৯০০.৮৪	৫৬৭.৭৮	৩৩৩.০৬

উৎসঃ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, *ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড

জাতীয় পতাকাবাহী প্রতিষ্ঠান বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড (বিমান) বর্তমানে ৭টি অভ্যন্তরীণ ও ১৫টি আন্তর্জাতিক গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করছে। আন্তর্জাতিক গন্তব্যের মধ্যে সার্কভুক্ত ২টি, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ৪টি, মধ্যপ্রাচ্যে ৮টি এবং ইউরোপের ১টি গন্তব্যে বিমানের সার্ভিস অব্যাহত আছে। সারণি ১১.১৬ -এ ২০০৯-১০ হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত বাংলাদেশ বিমানের রাজস্ব আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের বিবরণ দেওয়া হলোঃ

সারণি ১১.১৬: বিমানের রাজস্ব আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	নীট মুনাফা / লোকসান
২০০৯-১০	২৯৪৮.০৩	২৯৯৪.০৫	-৪৬.০২
২০১০-১১	৩৩৪৩.৯৩	৩৫৬৮.০৯	-২২৪.১৬
২০১১-১২	৩৮২৩.৬৭	৪৪১৭.৮৮	-৫৯৪.২১
২০১২-১৩	৩৯৫১.৮৯	৪২৩৭.৫২	-২৮৫.৬৩
২০১৩-১৪	৩৭৬০.১২	৩৯৫৮.৯২	-১৯৮.৮০
২০১৪-১৫	৪৬৮৭.৩৪	৪৪১৫.১১	২৭২.২৩
২০১৫-১৬	৪৮৩৫.৬৩	৪৫৫৯.৬৪	২৭৫.৯৯
২০১৬-১৭	৪৫৫১.৫২	৪৫০৪.৭৭	৪৬.৭৬
২০১৭-১৮*	২৬৩২.৭৮	২৫৩৯.৮১	৯২.৯৭

উৎসঃ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড। *জুলাই-ডিসেম্বর।

বিমানবহরে বর্তমানে ৪টি ৭৭৭-৩০০ ইআর, ২টি ৭৭৭-২০০ ইআর, ৪টি ৭৩৭-৮০০ এবং ২টি ড্যাশ-৮-কিউ-৪০০ উড়োজাহাজসহ মোট ১২টি উড়োজাহাজ রয়েছে। বহর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রজন্মের ১০টি উড়োজাহাজ সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ বিমান ও বোয়িং কোম্পানির মধ্যে ২০০৮ সালে দুইটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির আওতায় বিমান ইতোমধ্যে ৪টি ৭৭৭-৩০০ইআর এবং ২টি

৭৩৭-৮০০ উড়োজাহাজ সংগ্রহ করেছে। অবশিষ্ট ৪টি ৭৮৭-৮ উড়োজাহাজ এর মধ্যে ২টি উড়োজাহাজ চলতি ২০১৮ সালে এবং ২টি উড়োজাহাজ ২০১৯ সালে বিমানের নিকট হস্তান্তর করা হবে। ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইজিপ্ট এয়ার হতে মার্চ ও মে ২০১৪ সালে ২টি ৭৭৭-২০০ ইআর এবং অভ্যন্তরীণসহ নিকটবর্তী আঞ্চলিক রুটে সার্ভিস পরিচালনার জন্য স্মার্ট এভিয়েশন হতে এপ্রিল ২০১৫ সালে ৭৪ আসনবিশিষ্ট ২টি ড্যাশ ৮-কিউ-৪০০ উড়োজাহাজ ৫ বছর মেয়াদের জন্য ড্রাইলীজ ভিত্তিতে সংগ্রহ করা হয়। চলতি ২০১৮ সালে ইজিপ্ট এয়ার হতে যে ২টি উড়োজাহাজ সংগ্রহ করা হয়েছে তা উড়োজাহাজ বহর হতে ডেলিভারী হয়ে যাবার প্রেক্ষিতে সুপরিসর ২টি ৭৭৭-৩০০ উড়োজাহাজ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ এবং মার্চ ২০১৮ হতে আটমাস মেয়াদের জন্য এবং চলতি সালে হজ্জ মৌসুমে সিডিউল ফ্লাইট সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সুপরিসর ৪টি উড়োজাহাজ ওয়েট লীজ ভিত্তিতে সংগ্রহের বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে। অধিকন্তু সার্কভূক্ত দেশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নির্দিষ্ট গন্তব্যসমূহে বিমানের সার্ভিস সম্প্রসারণ এবং স্থগিতকৃত গন্তব্যসমূহে বিমানের সার্ভিস পুনঃপ্রবর্তনের নিমিত্তে একটি ড্যাশ ৮-কিউ ৪০০ এবং দুটি ৭৩৭-৮০০ উড়োজাহাজ ড্রাইলীজ ভিত্তিতে বিমানবহরে সংযোজনের বিষয়টিও বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ বিমান মোট ২৩,৫১,০০০ জনযাত্রী এবং ৩৩,৫৪২ টন কার্গো পরিবহণ করেছে যা পূর্ববর্তী ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় যথাক্রমে ১.৪২ শতাংশ বেশী এবং ১৮.০১ শতাংশ কম। ২০১৭ সালে বাংলাদেশ থেকে ভ্রমণকারী মোট ১,২৭,১০৩ জন হজ্জযাত্রীর মধ্যে বাংলাদেশ বিমান ৬৪,৮৭৩ জন হজ্জযাত্রী পরিবহণ করেছে।

সম্মানিত যাত্রীদের ফ্লাইট সিডিউল বিষয়ে তথ্য অবহিতকরণের লক্ষ্যে আগষ্ট ২০১৫ হতে SMS (Short Message Service) সুবিধা চালু করা হয়েছে। বিমানের নিজস্ব জনবল দিয়ে হ্যাংগারে ৭৭৭-৩০০ ইআর এবং ৭৩৭-৮০০ উড়োজাহাজের'সি'-চেক সম্পাদনের সক্ষমতা অর্জিত হয়েছে। এছাড়াও ড্যাশ ৮-কিউ ৪০০ উড়োজাহাজের 'এ' চেক পর্যন্ত সকল ধরনের মেইনটেন্যান্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস নিজস্ব প্রকৌশলী দ্বারা সম্পাদিত হচ্ছে। বিমানের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি ও বিক্রয় ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যে রেভিনিউ ম্যানেজমেন্ট এবং রেভিনিউ ইন্টিগ্রিটি সিস্টেম চালু করা হয়েছে। বিমানের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের জন্য কিছু লাভজনক রুটে সাপ্তাহিক ফ্লাইট বৃদ্ধিসহ উপযুক্ত উড়োজাহাজ সংগ্রহ সাপেক্ষে দিল্লী ও হংকং ষ্টেশনে পুনরায় ফ্লাইট চালু এবং নতুন গন্তব্যে যথাঃ গুয়াংজু, কলম্বো, মালে এবং মদিনায় সার্ভিস সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

ঙ. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

যোগাযোগ প্রযুক্তি

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) দেশের সকল জনগণের জন্য নির্ভরযোগ্য, সাশ্রয়ী এবং আধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। সংযোগবিহীন জনগণকে সংযুক্ত করার নিমিত্ত বিটিআরসি নতুন নতুন যেসকল প্রযুক্তি এবং নীতিমালার প্রয়োগ ঘটাচ্ছে, তা আমাদের সকলের অভীষ্ট ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়তা করছে। বর্তমানে সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সামর্থ্য এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে বিটিআরসি সারা দেশে ইন্টারনেট, বিশেষত ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট বিকাশে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাস নাগাদ দেশের মোবাইল ফোন গ্রাহক সংখ্যা অত্যন্ত উৎসাহব্যাঞ্জক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, যার সংখ্যা ১৪.৭০ কোটি। সর্বমোট ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা এ সময় ৮ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। গত ৯ বছরে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ মূল্য ৯০ শতাংশেরও বেশি হ্রাস পাবার ফলে দ্রুত প্রসার ঘটছে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের। ব্যবসাবান্ধব নীতির ফলে বিগত কয়েক বছরে অনেক দেশীয় উদ্যোক্তা টেলিযোগাযোগ খাতে বিনিয়োগ করেছেন। ফেব্রুয়ারি ২০১৮- তে বাংলাদেশ 4G মোবাইল প্রযুক্তির জগতে প্রবেশ করেছে। একইসাথে ১২ মে ২০১৮ সালে বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ সফলভাবে মহাকাশে উৎক্ষেপন করা হয়েছে। সারণি-১১.১৭ এ জানুয়ারি ২০১৮ নাগাদ দেশে ফোন ও ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা ও টেলিঘনত্ব এবং সারণি-১১.৮ এ বিভিন্ন মোবাইল ফোনের গ্রাহক সংখ্যা উপস্থাপন করা হ'লঃ

সারণি ১১.১৭: মোবাইল ও ফিক্সড ফোনের গ্রাহক সংখ্যা, বৃদ্ধির হার ও টেলি ঘনত্ব

গ্রাহক শ্রেণি, প্রবৃদ্ধি, টেলিঘনত্ব	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮*
মোবাইল গ্রাহক (কোটি)	৬.৮৭	৭.৩০	৮.৬৬	৯.৭৪	১১.৪৮	১২.১৯	১২.৬৪	১৩.৬০	১৪.৭
ফিক্সড ফোন গ্রাহক (কোটি)	০.১৭	০.১০	০.১০	০.১০	০.০৭	০.০৬	০.০৬	০.০৬	.০৬৪
ইন্টারনেট ইউজার (কোটি)	-	-	২.৮৪	৩.১০	৩.৫৫	৪.২৮	৬.৬৬	৭.৩৩	৮.০৮
বছরভিত্তিক টেলিঘনত্ব(%)	৩৮.০৫	৪৪.৬	৬০.৯	৬৩.৯১	৭৬.৪৪	৭৮.৭৯	৮১.৪৮	৮৭.৩২	৯১.২

উৎসঃ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন। * জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত।

সারণি ১১.১৮: বিভিন্ন মোবাইল ফোনের গ্রাহক সংখ্যা

	অপারেটর	গ্রাহক (মিলিয়ন)
১.	গ্রামীণ ফোন লিমিটেড (জিপি)	৬৫.৮৬
২.	বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস্ লিঃ (বাংলালিংক)	৩২.৩৫
৩.	রবি এক্সিয়াটা লিমিটেড (রবি)	৪৪.২৩
৪.	টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড (টেলিটক)	৪.৫৫
	মোট	**১৪৭.০০**

উৎসঃ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন। * জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)

৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত সারাদেশে বিটিসিএল এর টেলিফোন ক্যাপাসিটি ছিল ১৪.৬২ লক্ষ ও গ্রাহক সংযোগ ছিল ৬.৬২ লক্ষ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিটিসিএল ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে থেকে বর্হিগামী কল ছিল ২.৮ কোটি মিনিট এবং অন্তর্মুখী কল ছিল ৪৯৭ কোটি মিনিট। এসময় ৬৪টি জেলায় ২৫৬ কেবিপিএস থেকে ১.৫ এমবিপিএস গতির এডিএসএল ইন্টারনেট সংযোগ ছিল ২০,৬০০। এ পর্যন্ত বিটিসিএল এর নতুন সেবা জিপন ভিত্তিক ১ থেকে ৪ এমবিপিএস গতির ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়েছে ২১২টি। জুন ২০১৭ পর্যন্ত লিজড লাইনের মাধ্যমে বৃহৎ ব্যান্ডউইথ নেওয়া গ্রাহকের সংখ্যা ৮৩৬ এবং তাদের ব্যবহৃত মোট ব্যান্ডউইথ ৭৭ গিগাবিট/সেকেন্ড। ১ জানুয়ারি ২০১৭ থেকে সরকারি/ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে এবং ১ ফেব্রুয়ারি থেকে সর্বসাধারণের জন্য বাংলা ডোমেইন চালু করা হয়েছে, ফলে বাংলা ভাষায় ওয়েব সাইট ঠিকানা নেওয়া যাচ্ছে। জুন ২০১৭ পর্যন্ত .bd ডোমেইন নিবন্ধিত হয়েছে ৪০,২২০টি এবং .বাংলা ডোমেইন নিবন্ধিত আছে ৩৪১টি। ১,০০০টি ইউনিয়নে ৬৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে ডিসেম্বর ২০১৬তে। ৬২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৯০টি উপজেলায় অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ৯৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ওয়ারলেস ব্রডব্যান্ড প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। ২০০৯-১০ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত বিটিসিএল এর রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সারণি ১১.১৯-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১৯: বিটিসিএল এর আয়-ব্যয়

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	লক্ষ্যমাত্রা	রাজস্ব আয়	ব্যয়
২০০৯-১০	১৫৮৩	১২৪১	১৩৪৩
২০১০-১১	১৫৬৬	১৬৪০	১৯৭৬
২০১১-১২	১৭৬০	২১৮৬	২২০৩
২০১২-১৩	২৪৯৮	১৭৬১	১৭৫৬
২০১৩-১৪	১৩০৬	১০০৫	১৩৮৫
২০১৪-১৫	৮৪৮	৮২১	১১০৬
২০১৫-১৬	৭৮৪	১২৪২	১৫৭৮
২০১৬-১৭*	৯৮২	১২৫৮	১৪৪২

উৎসঃ বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড।

বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল)

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানী লিমিটেড (বিএসসিসিএল) ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভের পর প্রাথমিক ভাবে শুধুমাত্র SEA-ME-WE-4 এর মাধ্যমে ৭.৫ জিবিপিএস ব্যান্ডউইড্থ ক্যাপাসিটি নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও বিভিন্ন সম্প্রসারণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ও SEA-ME-WE-5 সাবমেরিন ক্যাবলে সংযুক্ত হবার মাধ্যমে বর্তমানে বিএসসিসিএল এর ব্যান্ডউইড্থ ক্যাপাসিটি দাঁড়িয়েছে প্রায় ১,৮০০ জিবিপিএস। দেশের ইন্টারনেট চাহিদার প্রায় ৬৪ শতাংশ ব্যান্ডউইড্থ বিএসসিসিএল বর্তমানে এককভাবে সরবরাহ করছে, যার পরিমাণ প্রায় ৩৭০ জিবিপিএস।

বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল) নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে-

- **ইন্টারনেট ব্যান্ডউইড্থের মূল্য হ্রাসকরণঃ**
  ইন্টারনেটের মূল্য হ্রাসকরণ বর্তমান সরকারের এক অন্যতম সাফল্য যা দেশের অর্থনীতিতে সুদুর প্রসারী ভূমিকা রাখছে। ২০০৯ সালে গ্রাহক পর্যায়ে প্রতি এমবিপিএস ইন্টারনেট ব্যান্ডউইড্থ এর মূল্য যেখানে ছিল ২৭,০০০ টাকা, বর্তমানে তা ব্যপকভাবে কমে ৪৫০ টাকারও নীচে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ জনগণের জন্য ইন্টারনেটের ব্যয় হ্রাস করার লক্ষ্যে সরকারের নানামুখী পদক্ষেপের ফলশ্রুতিতে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের মূল্য জনগণের ক্রয়সীমার মধ্যে এসেছে এবং দেশে ইন্টারনেটের প্রসার ও গতি বৃদ্ধি, ডিজিটাল ডিভাইড হ্রাস এবং আইটিভিত্তিক সার্ভিসসমূহের বিকাশ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- **SEA-ME-WE-4 সাবমেরিন ক্যাবলের আপগ্রেডঃ**
  বাংলাদেশ ২০০৬ সালে সর্বপ্রথম সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত হয়। নতুন IIG, IGW সহ, Wimax, 3G এবং 4G LTE (Long Term Evolution) সার্ভিস সমূহের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক ব্যান্ডউইড্থের চাহিদার কথা মাথায় রেখে SEA-ME-

WE-4 কনসোর্টিয়ামের আপগ্রেড-৩ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিএসসিসিএল দেশের ব্যান্ডউইড্থ সম্পদ বৃদ্ধি করার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। বিএসসিসিএল-এর কক্সবাজারস্থ ল্যান্ডিং স্টেশনে ব্যান্ডউইড্থ সম্প্রসারণ প্রকল্প ৩ অক্টোবর ২০১২ খ্রি: তারিখ সাফল্যের সাথে শেষ হয়। এই সম্প্রসারণ প্রকল্পের ফলে দেশে SEA-ME-WE-4 এর মাধ্যমে ব্যান্ডউইড্থ এর পরিমান প্রায় ৩০০ জিবিপিএস এর অধিক দাঁড়ায়।

- **দেশকে দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলে সংযুক্ত করণঃ**

  বাংলাদেশে একটি মাত্র সাবমেরিন ক্যাবল (SEA-ME-WE-4) থাকায় প্রয়োজনীয় Redundancy নিশ্চিতকরণ এবং দেশে ক্রমবর্ধমান ব্যান্ডউইড্থের চাহিদা পূরণের জন্য দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল নেটওয়ার্ক এর সাথে সংযুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ২০১১ সালে উদ্যোগ গ্রহণ করে। সে মোতাবেক বাংলাদেশ SEA-ME-WE-5 নামক সাবমেরিন ক্যাবল কনসোর্টিয়াম এর সাথে গত ৭ মার্চ ২০১৪ খ্রি: তারিখে Construction and Maintenance Agreement (C&MA) স্বাক্ষর করে এবং এ সংক্রান্ত 'আঞ্চলিক সাবমেরিন টেলিযোগাযোগ প্রকল্প, বাংলাদেশ' প্রকল্পটি ১২ মে ২০১৫ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায় দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের কাজ শেষ করে মার্চ ২০১৭ হতে এই ক্যাবলের মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে ব্যান্ডউইড্থ ব্যবহার শুরু করা হয় এবং গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ তারিখে দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশন ও বাংলাদেশে SEA-ME-WE-5 সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেমের উদ্বোধন করা হয়। বর্তমানে এই দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল প্রথম সাবমেরিন ক্যাবলের পাশাপাশি বাণিজ্যিকভাবে ব্যান্ডউইড্থ পরিবহণসহ দুর্যোগকালীন সময়ে প্রথম সাবমেরিন ক্যাবলের বিকল্প হিসেবে সফলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

- **ব্যান্ডউইড্থের ব্যবহার বৃদ্ধিঃ**

  ২০০৯ সাল থেকে পরবর্তী পাঁচ বছরে সাবমেরিন ক্যাবল ব্যান্ডউইড্থের ব্যবহার ৭.৫ জিবিপিএস হতে বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর ২০১৩-তে প্রায় ৩৮ জিবিপিএস হয়। পরবর্তীতে ছয়টি ITC কার্যক্রম শুরু করায় বিএসসিসিএল এর ব্যান্ডউইড্থ ব্যবহার কিছুটা কমে ২৬ জিবিপিএস-এ নেমে আসে। এই পরিস্থিতি হতে উত্তরণের জন্য বিএসসিসিএল ব্যান্ডউইড্থ এর মূল্য হ্রাস ও গ্রাহকসেবার মান বৃদ্ধিসহ নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দেশের মোট ব্যান্ডউইড্থ ব্যবহার যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনই সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে ব্যান্ডউইড্থ ব্যবহার ৩৭০ জিবিপিএস এরও অধিক দাঁড়িয়েছে, যা দেশের মোট ব্যান্ডউইড্থ ব্যবহারের ৬৪ শতাংশ।

- **ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলোতে ব্যান্ডউইড্থ লীজ প্রদানঃ**

  ভারতের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানী'র সাথে আইপি ট্রানজিট লীজ প্রদান সংক্রান্ত একটি চুক্তি গত ৬ জুন ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের সময়কালে স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী দেশের চাহিদা মেটানোর বিষয়টি নিশ্চিতকরণ পূর্বক ভারত এর উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলোর জন্য প্রাথমিক অবস্থায় ১০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইড্থ বাংলাদেশ হতে লীজ দেয়া হয়েছে যা ৪০ জিবিপিএস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। বিএসসিসিএল গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখ হতে ভারতের ত্রিপুরায় ১০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইড্থ রফতানি করছে । এ প্রক্রিয়ায় ভূটান ও নেপালে ব্যান্ডউইড্থ লীজ প্রদানের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বিএসসিসিএল এর আয় ও মুনাফাঃ

২০০৮ সালে কার্যক্রম শুরু করার সময় হতেই বিএসসিসিএল একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারের রাজস্ব আয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০১২ সালে আইটিসি চালু হওয়ার পর বিএসসিসিএল-এর ব্যান্ডউইড্থ ব্যবহার হ্রাস পায় যার প্রেক্ষিতে রাজস্ব আয় কমে যায়। পরবর্তীতে সরকারের সঠিক নির্দেশনার প্রেক্ষিতে মূল্য হ্রাসসহ নানামূখী পদক্ষেপ নেয়ার ফলশ্রুতিতে দেশের মোট ব্যান্ডউইড্থ চাহিদার সিংহভাগ সরবরাহ করে বিএসসিসিএল রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে সক্ষম হয়। বিএসসিসিএল এর বছর ভিত্তিক রাজস্ব আয় ও মুনাফার তথ্য সারণিঃ ১১.২০ এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১১.২০: বিএসসিসিএল এর রাজস্ব পরিস্থিতি

কোটি টাকায়

	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮*
রাজস্ব আয়	৮৩.৭৮	১২১.৪৫	১২৪.৮৪	৭৫.৩৭	৫৪.০৭	৬১.৮৬	১০৩.৬৭	৬৭.১২
নীট মুনাফা (কর পূর্ব)	৫৪.৪৮	৮৩.১৩	১০৯.৫৯	৪৮.৮১	১৩.৯০	১৭.৮৭	৩৮.৯৫	১১.৮৮
নীট মুনাফা (কর পরবর্তী)	২২.৪৩	৭৪.৪৮	৮৭.২১	৩৬.২৩	১২.৯১	১৬.৫৫	৩১.৮২	০.৯৭

উৎসঃ বিএসসিসিএল, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। *২০১৭-১৮ অর্থবছরের আয় ও মুনাফা ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ সারাদেশে ৯,৮৮৬টি ডাকঘরের মাধ্যমে ডাক সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। ডাক অধিদপ্তর বিভিন্ন ডাকঘর ও অন্যান্য সাহায্যকারী অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় সেবা প্রদান করে আসছে।

ডাক বিভাগের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের আয় ৩৭৩.২২ কোটি এবং ব্যয় ৮৩৫.০১ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ ডাক বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে চিঠিপত্র ও পার্শ্বেলের সংখ্যা ১২.০৫ কোটি, সঞ্চয় ব্যাংক জমা ৩৩,০০০ হাজার কোটি টাকা, ডাক টিকিট বিক্রয় ৬২.০০ কোটি টাকা, রাজস্ব প্রবৃদ্ধি ৩৭৪.২২ কোটি টাকা।

ডাক বিভাগের মধ্যমেয়াদি সংস্কার কর্ম পরিকল্পনা

- সকল পোস্ট অফিসকে আইসিটি ভিত্তিক পোস্ট অফিসে রূপান্তর;
- পোস্ট অফিসের সকল কার্যাবলীর অটোমেশন ;
- গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্রগ্রলোর প্রতিটিতে একটি করে এটিএম মেশিন ও পিওএস স্থাপন;
- প্রতি পোস্ট অফিসে ই-বাণিজ্য ও এম বাণিজ্য বুথ এবং লজিস্টিক মেইল ব্যবস্থা কেন্দ্র স্থাপন;
- অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সেবা প্রবর্তন;
- পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাংক ও পোস্টাল জীবন বীমা কার্যাবলী সম্প্রসারণ ;
- বিজনেস মেইল, অ্যাড মেইল, লজিস্টিক মেইল হাইব্রিড মেইল সেবা প্রবর্তন;
- গ্রামীণ আইটি ভিত্তিক উদ্যোক্তা সৃষ্টি;
- গ্রামীণ অঞ্চলে পোস্ট ই-সেন্টার স্থাপন এবং এর মাধ্যমে জনগণকে ডিজিটাল ডাক সেবা প্রদান করা;
- ই-কমার্স সেবার প্রবর্তন;
- পোস্টাল ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনী ভাতা প্রদান;

তথ্য প্রযুক্তি

সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের নিমিত্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে সরকার ২০২১ সালের মধ্যে আইটি/আইটিইএস খাতে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ই-গভর্নমেন্ট, কানেক্টিভিটি, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং আইটি ইন্ডাস্ট্রি প্রমোশন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। অবকাঠামো উন্নয়ন, ই-গভর্নমেন্ট, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান এ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

অবকাঠামো উন্নয়ন

- ডেভেলপমেন্ট অব ন্যাশনাল ইনফ্রা নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট (BanglaGovNet) প্রকল্পের (মেয়াদ এপ্রিল ২০১০ থেকে জুন ২০১৫) মাধ্যমে ৫৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, ২২৭টি অধিদপ্তর, ৬৪টি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও ৬৪টি নির্বাচিত উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় একই নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে।
- ইনফো সরকার-২ প্রকল্পের (সেপ্টেম্বর ২০১২ থেকে জুন ২০১৫) আওতায় জেলা ও উপজেলার ১৮,১৩০টি সরকারি অফিসের কানেক্টিভিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ৮০০টি প্রতিষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম, ২৫৪টি এগ্রিকালচার ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন সেন্টার (এআইসিসি) ও ২৫টি টেলিমেডিসিন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে ২৫,০০০ হাজার ট্যাব বিতরণ করা হয়েছে যাতে কর্মকর্তাগণ সার্বক্ষণিকভাবে দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে ৮০০টি ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম স্থাপনের ফলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও জেলা প্রশাসকের অফিসসহ

প্রান্তিক পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি অফিসের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সিং এর সুবিধা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

- বাংলাগভনেট ও ইনফো-সরকার-২ প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় 'Development of National ICT Infra-Network for Bangladesh Government Phase-III (Info-Sarker Phase-3)' (মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৭ থেকে জুন ২০১৮) প্রকল্পের আওতায় উপজেলা হতে ২,৬০০টি ইউনিয়নে প্রায় ১৯,৫০০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের অপটিক্যাল ফাইবারের সংযোগ ও প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে POP (Point of Presence) স্থাপন, লিজড লাইনের মাধ্যমে ১,৬০০ পুলিশ অফিস সংযোগসহ পৃথক VPN (Virtual Private Network) স্থাপন করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এটি বাস্তবায়ন হলে তৃণমূল পর্যায়ে দ্রুত গতির ইন্টারনেট সেবা প্রদান সহজলভ্য হবে । উল্লেখ্য ইনফো সরকার-২ প্রকল্প হতে ইতোমধ্যে ১,২০০ টি ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার লাইন স্থাপন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ভবনে স্থাপিত জাতীয় ডাটা সেন্টার এর (টায়ার- III) সক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ২০১৪ সালে লিভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড গভর্নেন্স (এলআইসিটি) প্রকল্প থেকে এ ডাটা সেন্টারটির স্টোরেজ ক্যাপাসিটি ও জায়গা বৃদ্ধি এবং তথ্য ও ডাটার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয়পত্র ও ভোটার তালিকার তথ্য ভান্ডার ই-সেবা সংক্রান্ত কার্যক্রম এই ডাটা সেন্টার হতে পরিচালিত হচ্ছে।
- কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটিজ (সিসিএ) কার্যালয়ের অধীনে 'পিকেআই (পাবলিক কী ইনফ্রাস্ট্রাকচার) সিস্টেমের মানোন্নয়ন এবং সিসিএ কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও তদন্তের জন্য ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। যশোরে 'শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক' স্থাপন করা হয়েছে। আইটি উদ্যোক্তাগণ এখানে অনায়াসে IT/ITES ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারবেন। বর্তমানে ৩৫টি আইটি প্রতিষ্ঠান স্থান বরাদ্দ নিয়েছে এবং ২৩৫ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। পার্কটির কার্যক্রম পুরোদমে শুরু করলে প্রায় ৫,০০০ নতুন কর্মসংস্থান সম্ভব হবে।
- ঢাকার অদূরে গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈরে ৩৫৫ একর জমির উপর কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক (বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি) নির্মাণের কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। পার্কটির উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত হলে আইটি পণ্য যেমন ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন ইত্যাদিসহ উচ্চ প্রযুক্তি ভিত্তিক পণ্য উৎপাদন, আইটি ভিত্তিক সেবা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং গবেষণা কার্যক্রমের সুযোগ তৈরি হবে। ইতোমধ্যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদন অবকাঠামোর নির্মাণ কাজ শুরু করেছে।
- গাজীপুরের কালিয়াকৈরে 'বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি'তে Tier-IV ডাটা সেন্টার তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। এ ডাটা সেন্টারটির কাজ সমাপ্ত হলে বড় ভলিয়ুমের তথ্য সংরক্ষণের সুবিধা, তথ্যের নিরাপত্তা, স্বল্প খরচে তথ্য সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে।
- সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় 'সিলেট ইলেক্ট্রনিক্স সিটি', রাজশাহীতে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাইটেক পার্ক, রাজশাহী,' 'ঢাকার জনতা টাওয়ারে সফ্টওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, '১২ আইটি পার্ক স্থাপন' প্রকল্পের অধীনে ঢাকাসহ ১২টি জেলায় আইটি পার্ক স্থাপন করা হচ্ছে। 'শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন' প্রকল্পের অধীনে ৭টি জেলায় আইটি ট্রেনিং কাম ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন করা হচ্ছে । এসব অবকাঠামোর কাজ সম্পন্ন হলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্প স্থাপন এবং এখাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে।

ই-গভর্নেন্স

- ই-গভার্নেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়নে Interoperability সমস্যা দূরীকরণ এবং আইসিটি অবকাঠামো ও প্রক্রিয়া সহজসাধ্য করার জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাংলাদেশ ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার (BNEA) উন্নয়ন করা হচ্ছে। এর ফলে সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অন্যান্য কার্যালয়ের তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক সুবিধাদি একই স্ট্যান্ডার্ডে পরিচালিত হবে বিধায় তথ্য আদান প্রদান সহজতর হবে। BNEA সকল দপ্তরে অনুসরণ করার জন্য এ বিভাগ হতে শীঘ্রই একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।
- সরকারের সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নসহ ই-গভর্নেমেন্টের জন্য সঠিক ও সহজলভ্য প্লাটফর্ম এবং স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং পরিকল্পনা বিভাগের

জন্য একটি Enterprise Resource planning (ERP) সলিউশন তৈরি এবং ই-গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্থানীয় আইসিটি ইন্ডাস্ট্রির দক্ষতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি' প্রকল্প (মেয়াদ জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০১৮) চলমান রয়েছে।

- টেকসই উদ্ভাবনী ইকোসিস্টেম তৈরি, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উদ্যোগ উন্নয়ন, মেধাসত্ত সংরক্ষণ ও সংযোগকরণ, তরুণ উদ্ভাবকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, উত্তম ধারণাসমূহ চিহ্নিতকরণ, লালন ও উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি এবং উদ্ভাবনী সামগ্রির বাণিজ্যিকীকরণ ও ব্র্যান্ডিং এর ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে 'উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ (iDEA)' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মানের Software Quality Testing and Certification সেন্টার নেই। দেশে যে সকল সফ্টওয়্যার উন্নয়ন বা ক্রয় করা হয়ে থাকে তার গুণগত মান যাচাইয়ে আন্তর্জাতিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না। দেশে উন্নয়নকৃত অধিকতর সফ্টওয়্যার এ Bug, defect, error, failure, fault, mistake, quality, risk ইত্যাদি থাকার ফলে গুণগত মান নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। সফ্টওয়্যার এর গুণগত ও আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণ করার নিমিত্ত বিসিসি'তে Software Quality Testing and Certification সেন্টার তৈরি করা হয়েছে। উক্ত সেন্টারে এ পর্যন্ত ২টি Software এর পরীক্ষাকরণ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটিজ (সিসিএ) এর অধীনে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট এর সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদান করা হয়েছে । এ কার্যালয় হতে ইতোমধ্যেই সরকারি ও বেসরকারি অফিসে কর্মকর্তাদের সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে নিরাপদ ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা হবে। সাইবার মামলার তদন্তের সুবিধার্থে অপরাধের আলামত সংরক্ষণ ও অনলাইনে অপরাধী তাৎক্ষণিকভাবে শনাক্ত করার জন্য সিসিএ কার্যালয়ে Digital Evidence Management & Reporting System (DEMRS) নামে একটি অনলাইন সেবা চালু করা হয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান

- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের অধীন বাংলাদেশ কোরিয়া ইন্সটিটিউট অব ইনফরমেশন এন্ড টেকনোলজি ও এর ছয়টি বিভাগীয় আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ৭টি দীর্ঘমেয়াদি ও ২৬টি স্বল্প মেয়াদি কোর্সের আওতায় নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মোট ১,৪৯০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্ষমতা উন্নয়নে এ পর্যন্ত ৬৯১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- দেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের বিকাশের জন্য 'লিভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ, এমপ্লয়মেন্ট এন্ড গভর্নেন্স' শীর্ষক প্রকল্পের (মেয়াদ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ থেকে জুন ২০১৯) আওতায় দেশের তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পের জন্য ৩০,০০০ দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে টপ-আপ আইটি, ফাউন্ডেশন স্কিলস্ এবং ফাস্ট ট্র্যাক ফিউচার লিডার (এফটিএফএল) প্রভৃতি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চলমান আছে। ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ/ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ২৩,০৮৩ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। তন্মধ্যে ৩,৪২৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে চাকরি প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৩২ আইটি কোম্পানির সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ১৪৪ টি প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের উদ্যোগে চালুকৃত bdskills.gov.bd পোর্টালে রেজিস্ট্রেশন করেছে। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানে ৩৫৬টি ব্যাচে সর্বমোট ৮,৭৫৭ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ চলমান আছে।

- লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে Professional Outsourcing Training & Employment Service for IT/ITES Industry বিষয়ে ১৩ হাজার যুব ও যুব মহিলা-কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে গ্রাফিক্স ডিজাইন, ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট ও ডিজিটাল মার্কেটিং বিষয়ক Core Skill এর পাশাপাশি Soft Skill বিষয়েও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রজেক্টভিত্তিক কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ আউট-সোর্সিং-এর মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হচ্ছে।

- ‘মোবাইল গেইম ও এ্যাপ্লিকেশন এর দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প’ এর আওতায় সারাদেশ ব্যাপী সর্বমোট ১৬,১০০ তরুণ-তরুণীকে মোবাইল এ্যাপস্ ও গেমস ডেভেলপমেন্ট, অ্যানিমেশন এবং মার্কেটিং, ব্রান্ডিং ও মনিটাইজেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে যাদের অধিকাংশই ঢাকার বাইরের তরুণ-তরুণী। এই তরুণ-তরুণীরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘরে বসে অনলাইনে মোবাইল গেইম ও অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট সংক্রান্ত কাজ করে দেশীয় ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবে।

- Sustainable Development for Woman through ICT শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং ইন্টার্নশীপ প্রদান করে ৪ হাজার নারীকে ফ্রিল্যান্সার থেকে উদ্যোক্তা, ৪ হাজার নারীকে আইটি সেবা প্রদানকারী এবং ২,৫০০ নারীকে কল সেন্টার এজেন্ট হিসেবে গড়ে তোলা হবে।